শ্রীশ্রী
সরস্বতী
পূজা পদ্ধতি
পণ্ডিত শ্রীরামদেব ভট্টাচার্য

বরাত বিহীন

শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা পদ্ধতি

[বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা, সরস্বতীর ধ্যান, কবচ, পূজার সময় ও ফর্দমালা সহ]

পণ্ডিত **বামদেব ভট্টাচার্য** সঙ্কলিত

পণ্ডিত শক্তিপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিমার্জিত

কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

পূজার নিয়মাদি—পূজার পূর্বদিবস মস্যাধার অর্থাৎ দোয়াত পরিষ্কার করিয়া তাহার মধ্যে দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেবীর নিকটে দিতে হয়, সেইসঙ্গে লেখনী অর্থাৎ খাগের কলম দিবেন। এই সঙ্গে নানা প্রকার গ্রন্থ ও বাদ্যযন্ত্রাদি দেবীর সম্মুখে সাজাইয়া দিবেন। পূজার দিন কোনও কিছু লেখা নিষিদ্ধ। দেবীর ভোগ সম্পূর্ণ নিরামিষ হইবে। পরমান্ন, ঘৃতপক্ক দ্রব্য অর্থাৎ লুচি, পুরী ইত্যাদি এবং খিচুড়ী ভোগ দেওয়ার বিধান আছে। বিবিধ প্রকার ফলমূল, মিষ্টদ্রব্য ও তৎসহ বদরী অর্থাৎ কুল অবশ্যই দিতে হইবে। পূজার পরদিবস দেবীর চরণে নিবেদিত বিল্বপত্র লইয়া মস্যাধারে প্রদত্ত দুগ্ধ ও আলতা দিয়া লেখনী অর্থাৎ খাগের কলম দ্বারা বিল্বপত্রে "ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ" অথবা "ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" (শূদ্রপক্ষে—নমো সরস্বত্যৈ নমঃ) মন্ত্রটি লিখিয়া প্রণাম পূর্বক লেখা-পড়া শুরু করতে হয়।

সাধারণ পূজার নিয়ম—যদি নিজেরাই পূজা করেন তাহা হইলে শুদ্ধশ্বেত পূর্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া—"ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণুঃ" মন্ত্রে আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করবেন। অতঃপর করযোড়ে পাঠ করবেন—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা, যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ॥ (গ্রন্থ মধ্যে যত মন্ত্র আছে, সবগুলির ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণগণ "ওঁ" উচ্চারণ করবেন। অব্রাহ্মণ ও নারীগণ "ওঁ" উচ্চারণ না করিয়া তৎপরিবর্তে "নমঃ" বলবেন।) অতঃপর ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবেন। অব্রাহ্মণ ও নারীগণ ইষ্টমন্ত্র জপ করবেন। দীক্ষিত হইলে গুরুমন্ত্র জপ ও শ্রীগুরুস্মরণ করবেন।

অতঃপর নারায়ণ শিলা থাকিলে স্নান করাইয়া তাহাতে সচন্দন তুলসীপত্র দিবেন। পরে সচন্দন পুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ, ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ॥" এইরূপে গন্ধপুষ্প দিয়া দেবীপূজার প্রয়োজনীয় পুণ্যাহাদি বাচন করবেন। এর পরের ক্রিয়া সকল গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সেই সব ক্রিয়াগুলি পর পর সমাপ্ত করিয়া অবশেষে মূলপূজা অর্থাৎ দেবীর পূজা, ভোগ, পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি দিয়া শেষে হোম ক্রিয়া করবেন। সামবেদীয় ব্রাহ্মণ হইলে—তাহার পূজার বিধান কিরূপ, তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অব্রাহ্মণ পক্ষে যজুর্বেদীয় পদ্ধতিতে ক্রিয়াদি করবেন। সার্বজনীন পূজা স্থলেও যজুর্বেদীয় মতানুসারে হইবে।

আরতি সন্ধ্যার সময় করিতে হইলে প্রথমতঃ আচমনাদি দেহাদি শুদ্ধি ও ভোগাদি নিবেদন পূর্বক আরতি করবেন। ইহাকে নিরাজন ক্রিয়া বলে।

সরস্বতী দেবীর প্রিয়—শ্বেত চন্দন, শ্বেতপুষ্প, গাঁদা, বিল্বপত্র এবং শ্বেতবর্ণের পদ্ম দেবীর প্রিয়।

নিষিদ্ধ পুষ্প—কেবল অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুর, তুলসীর দ্বারা গণেশের, দুর্গার এবং বিল্বপত্র দ্বারা সূর্যের পূজা নিষিদ্ধ। বিষ্ণু পূজাতে আকন্দ পুষ্প, ধুস্তুর পুষ্প দেবেন না। কিন্তু প্রমাণান্তরে দুর্গাপূজায় দূর্বার বিশেষ বিধি থাকায়, শ্বেত দূর্বা ও দূর্বাকে পুষ্প জ্ঞান করে পূজা করবেন। কখনও রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্প এবং বিল্বপত্র দিয়ে বিষ্ণুর পূজা করবেন না। কুন্দ, নবমল্লিকা, যূথী, বন্ধুক, কেতকী, রক্তজবা, সন্ধ্যামালতী, কুমকুম, শেফালী, কুমুদ ও রক্তকরবী ফুল দিয়ে শিবপূজা নিষিদ্ধ। পীতঝিন্টি, শ্বেতঝিন্টি, টগর, শ্বেতজবা, তুলসী, মন্দার কুসুম, কহ্লারপুষ্প, তমালপুষ্প, কুশ ও কাশপুষ্প দিয়ে দেবীর অর্চনা নিষিদ্ধ।

নৈবেদ্য—দেবতার দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে নৈবেদ্য দান করবেন ; পশ্চাতে দেবেন না। *পঞ্চরত্ন*—মণি, মুক্তা, প্রবাল, রৌপ্য ও স্বর্ণ এগুলিকে ঋষিরা পঞ্চরত্ন বলেন। *পঞ্চশস্য*—ধান, মাষকলাই, তিল, মুগ ও যব এগুলিই পঞ্চশস্য।

ফর্দমালা

সিদ্ধি, সিন্দুর ১ বাণ্ডিল, পূজক বরণ, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, ঘট, কুণ্ডহাঁড়ি-১, তেকাঠা-১, দর্পণ-১, দ্বারঘট-২, তীরকাঠি-৪, ঘটের গামছা-১, বরণডালা, সশীষ ডাব-৩, একসরা আতপ চাউল, দেবীর শাড়ী-১, নারায়ণের ধুতি-১, আসনাঙ্গুরীয় ২ প্রস্থ, মধুপর্ক বাটি ২ প্রস্থ, দধি, মধু, দুগ্ধ, থালা-১, গেলাস-১, চন্দ্রমাল্য-১, রোচনা, আম্রমুকুল-১, যবের শীষ, আবীর, অভ্র, মস্যাধার, লেখনী, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ২৫০ গ্রাম, পান, সুপারী, হোমের বিল্বপত্র-২৮ বা ১০৮, করবীপুষ্প বা যজ্ঞডুমুর সমিধ-২৮, কর্পূর, নৈবেদ্য-৩, কুচানৈবেদ্য-১, *পুষ্প ও বিল্বপত্রাদি, পূর্ণপাত্র, দক্ষিণা।*

সূচীপত্র

ওঁ নমো বাগ্‌বাদিন্যৈ নমঃ

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

পূজাকাল নির্ণয়—যে দিবস পূর্বাহ্নে অর্থাৎ দিবাভাগের পূর্ব চতুর্থভাগ বেলা প্রায় ৯টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত মাঘী শুক্লাপঞ্চমী লাভ হইবে, সেই দিবসেই সরস্বতী (লক্ষ্মী ও লেখনী মস্যাধার পূজা করবেন। যদি উভয় দিনেই পূর্বাহ্নে পঞ্চমীপ্রাপ্ত হয়, দণ্ড ন্যূনকাল স্থায়ী হইলে হইবে না), তবে যে দিবস যুগ্মাদর হয়, অর্থাৎ চতুর্থীর পর পঞ্চমী লাভ হয়, সেই দিবসেই চতুর্থী অন্তে পূজা হইবে।

পূজাবিধি—প্রথমতঃ কৃতনিত্যক্রিয় পূজক শালগ্রাম শিলায় গন্ধপুষ্প দ্বারা গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা পূর্বক শুদ্ধাসনে বসিয়া আচমন ও বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া স্বস্তিবাচন ও স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করবেন।

আচমন—দক্ষিণহস্তের তালু গোকর্ণাকৃতি করিয়া, মাষমগ্ন পরিমাণ জল লইয়া তিনবার পান করবেন ও তিনবার মন্ত্রপাঠ করবেন। যথা—"ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।" অতঃপর হস্ত প্রক্ষালন পূর্বক করযোড়ে বিষ্ণুস্মরণ করবেন।

বিষ্ণুস্মরণ—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্, সদা পশ্যন্তি, সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ অপবিত্র পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥ ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্যেষু মাধব॥ ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু॥" অতঃপর স্বস্তিবাচন করবেন।

স্বস্তিবাচন—কুশীতে আতপ চাউল লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক মন্ত্রপাঠ করবেন। যথা—ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতা পূজাপূর্বকলেখনীমস্যাধারসহিত সরস্বতী পূজাকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্॥ ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বকলেখনীমস্যাধারসহিত সরস্বতী পূজাকর্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বকলেখনীমস্যাধারসহিত সরস্বতী পূজাকর্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্। পরে স্ববেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করতে করতে আতপ চাউল বিকিরণ করবেন।

সামবেদীয় স্বস্তিসূক্ত—"ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

যজুর্বেদীয় স্বস্তিসূক্ত—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধাশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমি, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ গণানাত্ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে, প্রিয়াণাত্ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে, নিধিনাত্ত্বা নিধিপতিগুঁ হবামহে। বসো মম॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

ঋগ্বেদীয় স্বস্তিসূক্ত—"ওঁ স্বস্তি মিমীতামশ্বিনাভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতি রণর্বণঃ। স্বস্তিপূষা শ্রীসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতুনা॥ স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয়ঃ আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ॥ ওঁ বিশ্বেদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নি স্বস্তয়ে। দেবাঃ অবন্তুভবঃ

স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ। ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি রেবতি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি। ওঁ স্বস্তি পন্থান মনুচরেম সূর্য চন্দ্র মসাবিব পুনর্দদতাঘ্নতা জনতা সঙ্গমেমহি ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভুতং ত্রায়সং দেবতানাম্। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎযুবৃহদযশো নাবমিবারুহেম। ওঁ অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেষ্বভয়ং নো অস্তু॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্ত্যার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তিনো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

এর পরে কৃতাঞ্জলি হয়ে সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র—"ওঁ সূর্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যো ভূতান্যহ ক্ষপা। পবনো দিক্‌পতিভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্।"

বরণ—কর্তা নিজে পূজা না করলে পুরোহিত বরণ* করবেন। কর্তা পূর্বমুখে ও পুরোহিত উত্তরমুখে বসবেন। *কর্তা* হাতজোড় ক'রে বলবেন—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্।" *পুরোহিত* বলবেন—"ওঁ সাধ্বহমাসে।" *কর্তা*—"ওঁ অর্চয়িয্যামো ভবন্তম্।" *পুরোহিত*—"ওঁ অর্চয়।" তারপর কর্তা গন্ধপুষ্প যজ্ঞোপবীত ও বস্ত্রাঙ্গুরীয়ক গ্রহণ ক'রে বলবেন—"এতানি গন্ধপুষ্পবস্ত্রাঙ্গুরীয়ক যজ্ঞোপবীতানি ওঁ পূজক ব্রাহ্মণায় নমঃ।" এই ব'লে পুরোহিতকে দান করবেন। পুরোহিত বলবেন—"ওঁ স্বস্তি"। তারপর যজমান সামান্য আতপচাল নিয়ে পূজকের দক্ষিণ জানু ধারণ ক'রে বলবেন—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য (শূদ্রপক্ষে—বিষ্ণুর্নমোঽদ্য) মাঘেমাসি শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুকদেবশর্মা (শূদ্রপক্ষে—শ্রীঅমুকদাস) অমুকগোত্রং অমুক দেবশর্মাণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ ভবন্ত মহং বৃণে। *পুরোহিত* বলবেন—ওঁ বৃতোঽস্মি।" *কর্তা* বলবেন—"যথাবিহিত পূজক কর্ম কুরু।" *পুরোহিত* বলবেন—"যথাজ্ঞানং করবাণি।"

---

*বরণ কার্যটি প্রথমে শেষ ক'রে, তারপর পূজক তাঁর কার্য করবেন এবং স্ত্রী ও শূদ্রপক্ষে সর্বত্র কেবল, "স্বস্তি" শব্দ প্রয়োগ করুন। "পুণ্যাহং, সন্নিধিম্ ও ঋদ্ধিং" এই শব্দ এবং "ওঁ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন না, এর পরিবর্তে "নমঃ" শব্দ প্রয়োগ করবেন।

সঙ্কল্প—কুশীতে জল, হরীতকী, শ্বেতপুষ্প, তিল, কুশত্রিপত্র বামহাতে রেখে ডানহাত দ্বারা চাপা দিয়ে ডান হাঁটু মুড়ে সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে (ফাল্গুন মাস হ'লে—কুম্ভরাশিস্থে ভাস্করে) শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (যজমানের হ'লে—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ) সরস্বতী প্রীতিকামঃ লেখনী মস্যাধার সহিত সরস্বতী পূজা তদ্ধোম কর্মাহং করিষ্যে।" (পরার্থে—করিষ্যামি)। এরপর কিঞ্চিৎ জল ঈশান কোণে দিয়ে কুশীটি তাম্রটাটে উপুড় ক'রে দিয়ে, তার উপর আতপচাল ছড়াতে ছড়াতে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে স্ব-স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করবেন।

সামবেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত—"ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্টাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্ব মুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে॥" তারপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—"ওঁ অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু। ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু॥"

যজুর্বেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত—"ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি, দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে নমঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু॥" তারপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—"ওঁ অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু। ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু॥"

পরে আপন বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্য শোধন ক'রে দেবীর অঙ্গে ও পূজার সামগ্রীতে ছিটিয়ে দেবেন।

সামবেদীয় পঞ্চগব্য শোধনমন্ত্র—*গোমূত্র*—গায়ত্রী পাঠ্য। *গোময়*—"ওঁ গাবশ্চিদ গা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ রিহতে কুকুভো মিথঃ॥" *দুগ্ধ*—"গব্যো যু নো যথা পুরোশ্বয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাম্॥" *দধি*—"ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোৎ প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ॥" *ঘৃত*—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা॥" *কুশোদক*—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্নামি॥" এরপর গায়ত্রী পাঠ ক'রে সব একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হ'বে।

যজুর্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধনমন্ত্র—*গোমূত্র*—গায়ত্রী পাঠ্য। *গোময়*—"ওঁ গন্ধদ্বারা দুরার্ধষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়েশ্রিয়ম্॥" *দুগ্ধ*—"ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে।" *দধি*—"ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোৎ প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ॥" ঘৃত—"ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥" *কুশোদক*—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতু প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে॥" এরপর গায়ত্রী পাঠ ক'রে সব একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হ'বে। তারপর অধিবাস কার্য করবেন।

অধিবাস বিধি—সঙ্কল্প কার্য শেষ ক'রে পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ ক'রে ব'সে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ও গন্ধাদির অর্চনা ক'রে গন্ধপুষ্পদ্বারা প্রয়োজনীয় কতকগুলি পূজা করবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ।" এইরূপে—"ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক পালেভ্যো নমঃ, ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ, ওঁ কুলদেবদেবীভ্যো নমঃ, ওঁ ইষ্টদেবদেবীভ্যো নমঃ।"

বরণডালার দ্রব্য—মহী (*মাটি*), গন্ধ (*চন্দন*), শিলা (*নুড়ি*), ধান, দূর্বা, ফুল, ফল (*গোটা কলাছড়া*), দই, ঘি, স্বস্তিক (*শ্রীচিহ্ন*), সিন্দূর, শাঁখ, কাজল, রোচনা, শ্বেত সরিষা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণ, দীপ, হরিদ্রাসূত্র।

সামবেদীয় অধিবাস—(*মাটি*)—"ওঁ মহীত্রীণা মবরস্তু, দুক্ষ্যং মিত্রস্যার্যমনঃদুরাধর্ষং বরুণস্য। ওঁ অনয়া মহ্যা অস্যা শ্রীসরস্বতী দেব্যা শুভাধিবাসন মস্তু॥" (এইরূপে সর্বত্র) যথা—(*গন্ধ*) "ওঁ অলর্ষিরাতিং বসুদামুপ স্তুহি, ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি, মনোদানায় চোদয়ন্॥ ওঁ অনেন গন্ধেন" ইত্যাদি। (*শিলা*) "ওঁ বিন্নদাপো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠা, দুকথাভিরগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ তং তা গিরাঃ সুষ্টতয়ো বাজয়ন্ত্যাজিং ন গির্বাহো জিগ্যুরশ্বাঃ। ওঁ অনয়া শিলয়া" ইত্যাদি। (*ধান*)—"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ মপুপবন্ত মুকথিনম্। ইন্দ্রপাতর্জুযস্ব নঃ। ওঁ অনেন ধান্যেন" ইত্যাদি। (*দূর্বা*)—"যজ্জায়থা অপূর্ব মঘবন্ বৃত্রহত্যায়। তৎ পৃথিবী মপ্রথয়, স্তদস্তভ্না উতো দিবম্॥ ওঁ অনয়া দূর্বয়া" ইত্যাদি।

(*ফুল*)—"ওঁ পবমান ব্যশ্ন্যাহি রশ্মির্বাজসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্যম্॥ ওঁ অনেন পুষ্পেন" ইত্যাদি। (*ফল*)—"ওঁ ইন্দ্রো নরো নেমাধিতা হবন্তে, যৎ পার্যা যুনজতে ধীয়স্তাঃ শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চকাম, আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ। ওঁ অনেন ফলেন" ইত্যাদি। (*দই*)—"ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ॥ ওঁ অনয়া দধ্না" ইত্যাদি। (*ঘি*)—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে অপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা॥ ওঁ অনেন ঘৃতেন" ইত্যাদি। (*স্বস্তিক*)—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ অনেন স্বস্তিকেন" ইত্যাদি। (*সিন্দুর*)—"ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্ত মুক্ষণং ঘৃতস্য পাবাঃ পশুমপ্সুগৃভ্ণতে। ওঁ অনেন সিন্দূরেণ" ইত্যাদি। (*শাঁখ*)—"ওঁ সসুম্নে যো বসুনাং যো রায়া-মানেতা য ঈড়ানাম্। সোমো যং সুক্ষিতীনাম্॥ ওঁ অনেন শঙ্খেন" ইত্যাদি। (*কাজল*)—"ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে, ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে। ওঁ অনেন কজ্জলেন" ইত্যাদি। (*রোচনা*)—"ওঁ অবজেনা অধ বা দিবো বৃহতো রোচনা দধি। অয়া বার্ধস্ব তন্নাগিরা, মম জাতা শুক্রতো পৃণ॥ ওঁ অনয়া রোচনয়া" ইত্যাদি। (*শ্বেত সরিষা*)—"ওঁ এষো উষা অপূর্বা, বুচ্ছতি প্রিয়া দিবা। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ॥ ওঁ অনেন সিদ্ধার্থেন" ইত্যাদি। (*স্বর্ণ*)—"ওঁ তং গৃর্ধয়া পূর্ণাং দেবাসো, দেবম্ রতিং দধানীরে। দেবত্রা হব্যমূহিষে॥ ওঁ অনেন কাঞ্চনেন" ইত্যাদি। (*রৌপ্য*)—"ওঁ যদ্বর্চো হিরণ্যস্য যদ্বাবর্চো গবামূত। সত্যস্ব ব্রহ্মণো বর্চস্তেন মা সং সৃজামসি॥ অনেন রৌপ্যেন" ইত্যাদি। (*তাম্র*)—"ওঁ বামহাঁ অসি সূর্য বড়াদিত্য মহাঁ অসি। মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম, মহ্না দেব মহাঁ অসি॥ ওঁ অনেন তাম্রেন" ইত্যাদি। (*চামর*)—"ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ॥ ওঁ অনেন চামরেণ" ইত্যাদি। (*দর্পণ*)—"ওঁ আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো, জ্যোতি স্পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি॥ ওঁ অনেন দর্পণেন" ইত্যাদি। (*দীপ*) —"ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিসি॥ ওঁ অনেন দীপেন" ইত্যাদি। (*বরণডালা*)—"ওঁ উদ্যল্লোকাঁন্নরোচয়, প্রজাভূতমরোচয়, বিশ্বভৃত মরোচয়। ওঁ অনেন প্রশস্তি পাত্রেন" ইত্যাদি। (*দূর্বাযুক্ত হরিদ্রাসূত্র*)—"ওঁ সূত্রামানং পৃথিবী দ্যামনেহসং সুশর্মান মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং সরিত্রামনাগস মস্রবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে॥ ওঁ অনেন মাঙ্গল্য-সূত্রেন" ইত্যাদি। অতঃপর সূত্রটি দেবীর বামহাতে বেঁধে দেবেন।

যজুর্বেদীয় অধিবাস—(*মাটি*)—"ওঁ ভূরসি ভূমিরস্য দিতিরসি। বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃগুঁহ, পৃথিবীং মা হিগুঁসি॥ ওঁ অনয়া মহ্যা অস্যা শ্রীসরস্বতী দেব্যাঃ শুভাধিবাসন মস্তু।" (এই রকম সর্বত্র)। যথা—(*গন্ধ*)—"ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষীণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥ ওঁ অনেন গন্ধেন" ইত্যাদি। (*শিলা*)—"ওঁ প্র পর্বতস্য, বৃষভস্য স্বষ্ঠান্নাবশ্চরন্তি স্বসিচঃ ইয়ানাঃ। তা আবনত্রন্নধরাগুদক্ত, অহিং বুধ্ন মনু রীয়মানাঃ॥ ওঁ অনয়া শিলয়া" ইত্যাদি। (*ধান*)—"ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞম্। ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্॥ ওঁ অনেন ধান্যেন" ইত্যাদি। (*দূর্বা*)—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পরুষ পরুষম্পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ॥ ওঁ অনয়া দূর্বয়া" ইত্যাদি। (*ফুল*)—"ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনো ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষানামুম্ম ইষাণ॥ ওঁ অনেন পুষ্পেন" ইত্যাদি। (*ফল*)—"ওঁ যা ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতা স্তা নো মুঞ্চন্ত্বগুঁহসঃ॥ ওঁ অনেন ফলেন" ইত্যাদি। (*দই*)—"ওঁ দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ॥ ওঁ অনয়া দধ্না" ইত্যাদি। (*ঘি*)—"ওঁ তেজোহসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবনামধৃষ্টং দেব যজ্ঞনমসি॥ ওঁ অনেন ঘৃতেন" ইত্যাদি। (*স্বস্তিক*)—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নো পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ অনেন স্বস্তিকেন" ইত্যাদি। (*সিন্দুর*)—"ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাত প্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ ঘৃতস্য ধারা অরুষোন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥ ওঁ অনেন সিন্দূরেণ" ইত্যাদি। (*শাঁখ*)—"ওঁ প্রতিশ্রুতকায়া অর্তনং ঘোষায় ভষমন্তায় বহুবাদিনঃ মনন্তায় মুকগুঁ। শব্দায়াড়ম্বরা ঘাতস্মহসে ধানাবাদং, ক্রোশায় তৃণবধ্ম, মবরম্পরায় শঙ্খধ্নং বনায় কল্প, মন তোহরণায় দাবপম্॥ ওঁ অনেন শঙ্খেন" ইত্যাদি। (*কাজল*)—"ওঁ সমিদ্ধো অঞ্জন্ কৃদরং যতীনাং ঘৃতমগ্নে মধুমং পিন্বমানঃ। বাজী বহন বাজিনং জাতবেদাং দেবানাম্ বক্ষি প্রিয় মা সধৎসুম্॥ ওঁ অনেন কজ্জ্বলেন" ইত্যাদি। (*রোচনা*)—"ওঁ যুঞ্জন্তে ব্রধ্নমরুষ চরন্তং পরিতস্থুয়ঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি॥ ওঁ অনয়া রোচনয়া" ইত্যাদি। (*শ্বেত সরিষা*)—"ওঁ রক্ষোহণো বো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণো বো বলগহনোহ্বয়ামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবস্তৃমামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণৌ বাং বলগহনা উপদধামি বৈষ্ণবী। রক্ষোহণৌ বাং বলগহণৌ পর্যুহামি বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবমসি। বৈষ্ণবাঃ স্থ॥ ওঁ অনেন সিদ্ধার্থেন" ইত্যাদি। (*স্বর্ণ*)—"ওঁ

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে, ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ওঁ অনেন কাঞ্চনেন" ইত্যাদি। (রৌপ্য)—"ওঁ রূপেন বো রূপমভ্যাগাং তুথো বা বিশ্বদেবা বিভজতু। ঋতস্য পথা প্রেত চন্দ্র দক্ষিণা, বি স্বঃ পশ্য ব্যন্তরিক্ষং যতস্বঃ স্বদস্যৈঃ॥ ওঁ অনেন রৌপ্যেন" ইত্যাদি। (*তাম্র*)—"ওঁ অসৌ

ধেনু মুদ্রা

যোনিমুদ্রা

অবগুণ্ঠনমুদ্রা

মৎস্যমুদ্রা

অঙ্কুশমুদ্রা

যস্তাম্রো অরুণ, উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চেমাগুঁ রুদ্রা অবিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ, সহস্রশোঽবৈষাগুঁ হেড় ঈমহে॥ ওঁ অনেন তাম্রেন" ইত্যাদি। (*চামর*)—"ওঁ বাতো বা মনো বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিগুঁশতি। তে অগ্রে অশ্বমযুঞ্জন্তে অস্মিঞ্জবমা দধুঃ॥ ওঁ অনেন চামরেণ" ইত্যাদি। (*দর্পণ*)—"ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্ন মৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ ওঁ অনেন দর্পণেন" ইত্যাদি। (*দীপ*)—"ওঁ মনোজুতি র্জুষতা মাজস্য বৃহস্পতি যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞগুঁ সমিমং দধাতু। বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তা মোঁ প্রতিষ্ঠ॥ ওঁ অনেন দীপেন" ইত্যাদি। (*বরণডালা*)—"ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা নুপদস্যনুপদে। ত্বাং সম্পদসি সম্পদে ত্বা, তেজোঽসি তেজসেত্বা॥ ওঁ অনেন প্রশস্তি পাত্রেন" ইত্যাদি। (*মাঙ্গল্যদ্রব্য*)—"ওঁ অনেন মাঙ্গল্য দ্রব্যেন" ইত্যাদি। (*দূর্বাযুক্ত হরিদ্রাসূত্র*)—"ওঁ সূত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মানমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রা মনাগসমস্রবন্তী মা রুহেমো স্বস্তয়ে॥ ওঁ অনেন মাঙ্গল্য সূত্রেন" ইত্যাদি।

এরপর—"এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ দেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অধিবাসের কাজ শেষ ক'রে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করবেন।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল ক'রে মণ্ডলে—"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা ক'রে "ফট্" মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্র (কোশা) প্রক্ষালন করতঃ মণ্ডলোপরি স্থাপন করুন। পরে (ঐং) মূলমন্ত্রে অথবা "ওঁ" মন্ত্রে পাত্র জলপূর্ণ ক'রে "ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।" মন্ত্রে পূজা ক'রে পাত্রের জলে গন্ধপুষ্পাদি প্রদান দ্বারা ধেনুমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, অবগুণ্ঠনমুদ্রা ও মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে অঙ্কুশমুদ্রায়—"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" মন্ত্রে তীর্থাবাহন ক'রে পরে পাত্রের জল দিয়ে পূজোপকরণ ও নিজেকে অভ্যুক্ষণ ক'রে দ্বারপূজা করবেন।

দ্বারপূজা—জল দিয়ে "ফট্" মন্ত্রে দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ ক'রে দ্বারদেবতাদের আবাহন ক'রে পূজা করুন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।" অশক্ত হ'লে—"ওঁ দ্বারদেবতাগণেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে একত্রে পূজা করবেন, পরে বিঘ্নাপসারণ ক'রে মাষভক্তবলি প্রদান করবেন।

বিঘ্নাপসারণ—মূলমন্ত্রে (ঐং) দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দিব্যবিঘ্ন, "ওঁ অস্ত্রায় ফট্।" মন্ত্রে অন্তরীক্ষের বিঘ্ন ও ভূমিতে বামপদের গোড়ালী দিয়ে তিনবার আঘাত ক'রে ভৌমবিঘ্ন অপসারণ করবেন।

মাষভক্তবলি—নিজের বামপাশে সামান্য জল দিয়ে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত ক'রে তার উপরে কদলীপত্রে বা মাটির খুরিতে মাষকলাই, দধি ও আতপ চাল দিয়ে সাজিয়ে ভূতগণের আবাহন করবেন। যথা—"ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্ণীত॥" এরপর—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে পূজা ক'রে মাষভক্তবলি উৎসর্গ করবেন। যথা—"বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" এই মন্ত্রটি তিনবার ব'লে তাতে তিনবার কুশোদক দেবেন। "এতে গন্ধপুষ্পে মাষভক্তবলয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ভূতাদিভ্যো নমঃ।" এই মন্ত্রে উৎসর্গ ক'রে—"ওঁ ভূতাদয় ক্ষমধ্বম্।" মন্ত্রে একগণ্ডূষ জল দিয়ে করযোড়ে পরবর্তী মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া

দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশদস্মাদ্বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্ ॥" এরপর অল্প শ্বেত সরিষা অথবা আতপ চাল নিয়ে সাতবার "ফট্" মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ক'রে পরবর্তী মন্ত্র পাঠ ক'রে চারিদিকে ছড়াবেন। যথা—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে নারসিংহেন তাড়িতাঃ ॥" এরপর আসনশুদ্ধি করবেন।

আসনশুদ্ধি—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন ক'রে "ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজা ক'রে মণ্ডলের উপরে আসন স্থাপন ক'রে সেই আসন স্পর্শ ক'রে পাঠ করবেন—"অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বী ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্।" (*বামে*) "ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমেষ্টিগুরুভ্যো নমঃ", (*দক্ষিণে*) "ওঁ গণেশায় নমঃ", (*মধ্যে*) ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবতায়ৈ নমঃ।" এরপর "ফট্" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়ে করতল দু'টি শোধন ক'রে তুড়ি দিয়ে দশদিক বেঁধে পুষ্পশুদ্ধি করবেন।

পুষ্পশুদ্ধি—পুষ্পে সরস্বতীর আবির্ভাব চিন্তা ক'রে—"পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হূং।" মন্ত্রে পুষ্প স্পর্শ ক'রে—"ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুঁ ফট্ স্বাহা ॥" ব'লে পুষ্প শোধন ক'রে প্রাণায়াম করবেন।

প্রাণায়াম—দক্ষিণনাসাপুট ধারণ ক'রে মূলমন্ত্র (ঐং) ষোলবার জপ ক'রে বায়ু পূরণ করুন। পরে উভয় নাসারন্ধ্র রুদ্ধ ক'রে চৌষট্টিবার জপ ক'রে কুম্ভক করুন। পরে বত্রিশবার জপ ক'রে দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু রেচন করুন। পরে বিপরীতভাবে অর্থাৎ বামনাসা রুদ্ধ ক'রে দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু পূরণ ক'রে উভয় নাসা রুদ্ধ ক'রে কুম্ভক করুন এবং বামনাসা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করুন। আবার বামনাসায় বায়ু পূরণ ক'রে কুম্ভক ক'রে দক্ষিণনাসায় বায়ু পরিত্যাগ করুন। এই ভাবে তিনবার করলে, একবার প্রাণায়াম হয়। প্রাণায়াম পূরকে ষোলো, কুম্ভকে চৌষট্টি ও রেচকে বত্রিশবার করতে হয়। অসমর্থ হ'লে একবার করলে প্রাণায়াম সিদ্ধ হয় ॥ অশক্ত হ'লে ষোলোর পরিবর্তে চারবার, চৌষট্টির পরিবর্তে ষোলোবার এবং বত্রিশের পরিবর্তে আটবার জপ করলেও সিদ্ধ হয়। এরপর ভূতশুদ্ধি করবেন।

ভূতশুদ্ধি—প্রথমে নিজের চারদিকে জলধারা দিয়ে নিজেকে বহ্নিপ্রাচীরে ঘেরা ব'লে চিন্তা করতে করতে নিম্নলিখিত চারটি মন্ত্র পাঠ করবেন—"ওঁ *মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ*

সুষুম্না পথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥১॥ ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ॥২॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ॥৩॥ ওঁ পরমাশিব সুষুম্না পথেন মূলশৃঙ্গাটামুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্জ্বল প্রজ্জ্বল সোঽহং হংসঃ স্বাহা ॥৪॥" এবার করশুদ্ধি করবেন।

করশুদ্ধি—'ঐং' মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে একটি রক্তবর্ণ পুষ্প নিয়ে 'ওঁ' এই মন্ত্রে ঐ পুষ্প দুই করতলে ঘষে 'হ্সৌঁ' মন্ত্রে ঐ পুষ্প ঈশানকোণদেশে ছুঁড়ে দেবেন। পরে ন্যাসাদি করবেন।

মাতৃকান্যাস—"অস্য মাতৃকামন্ত্রস্যব্রহ্মর্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃশক্তয়ঃমাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ ॥ শিরসি—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ মাতৃকা-সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ—ওঁ স্বরেভ্যোঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্বাঙ্গে—ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।"

অন্তর্মাতৃকান্যাস—"অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ইতি কণ্ঠে। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ইতি হৃদয়ে। ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং ইতি নাভৌ। বং ভং মং যং রং লং ইতি লিঙ্গমূলে। বং শং ষং সং ইতি মূলাধারে। হং ক্ষং ইতি ভ্রূমধ্যে।"

বাহ্যমাতৃকান্যাস—"ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষস্থলাং ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে ॥ অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), ইং ঈং নমঃ (চক্ষুয়োঃ), উং ঊং নমঃ (কর্ণয়োঃ), ঋং ৠং নমঃ (নাসোঃ) ঌং ৡং নমঃ (গণ্ডয়োঃ), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং নমঃ (ঊর্দ্ধদন্তে), ঔং নমঃ (অধোদন্তে), অং নমঃ (মস্তকে), অঃ নমঃ (মুখে), কং নমঃ (দক্ষবাহুমূলে), খং নমঃ (কূর্পরে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ছং নমঃ (কূর্পরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), টং নমঃ (দক্ষিণোরুমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (গুল্‌ফে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ণং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), তং নমঃ (বামোরুমূলে), থং নমঃ

(জানুনি), দং নমঃ (গুল্‌ফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ (দক্ষস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), শং নমঃ (হৃদাদি দক্ষহস্তে), ষং নমঃ (হৃদাদি বামহস্তে), সং নমঃ (হৃদাদি দক্ষিণপাদে), হং নমঃ (হৃদাদি বামপাদে), লং নমঃ (হৃদয়াদ্যুদরে), ক্ষং নমঃ (হৃদাদি মুখে)।"

সংহারমাতৃকান্যাস—"ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং, বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং, বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনম্রাম্॥ ক্ষং নমঃ হৃদয়াদি মুখে, লং নমঃ হৃদয়াদি জঠরে, হং নমঃ হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে, সং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে, ষং নমঃ হৃদয়াদি বামকরাগ্রে, শং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে, বং নমঃ বামস্কন্ধে, লং নমঃ ককুদি, রং নমঃ দক্ষিণস্কন্ধে, যং নমঃ হৃদি, মং নমঃ উদরে, ভং নমঃ নাভৌ, বং নমঃ পৃষ্ঠে, ফং নমঃ বামপার্শ্বে, পং নমঃ দক্ষিণপার্শ্বে, নং নমঃ বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে, ধং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, দং নমঃ গুল্‌ফে, থং নমঃ জানুনি, তং নমঃ বামপাদমূলে, ণং নমঃ দক্ষিণপাদাঙ্গুল্যগ্রে, ঢং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, ডং নমঃ গুল্‌ফে, ঠং নমঃ জানুনি, টং নমঃ দক্ষপাদমূলে, ঞং নমঃ বামকরাঙ্গুল্যগ্রে, ঝং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, জং নমঃ বামমণিবন্ধে, ছং নমঃ কূর্পরে, চং নমঃ বামবাহুমূলে, ঙং নমঃ দক্ষিণকরাঙ্গুল্যগ্রে, ঘং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, গং নমঃ দক্ষমণিবন্ধে, খং নমঃ কূর্পরে, কং নমঃ দক্ষবাহুমূলে, অঃ নমঃ মুখে, অং নমঃ মস্তকে, ঔং নমঃ অধোদন্তপঙ্‌ক্তৌ, ওং নমঃ ঊর্দ্ধদন্তপঙ্‌ক্তৌ, ঐং নমঃ অধরে, এং নমঃ ওষ্ঠে, ৯ং নমঃ বামগণ্ডে, ৯ং নমঃ দক্ষিণগণ্ডে, ৠং নমঃ বামনাসাপুটে, ঋং নমঃ দক্ষিণনাসাপুটে, ঊং নমঃ বামকর্ণে, উং নমঃ দক্ষিণকর্ণে, ঈং নমঃ বামনেত্রে, ইং নমঃ দক্ষিণনেত্রে, আং নমঃ মুখবৃত্তে, অং নমঃ ললাটে।"

কূর্মমুদ্রা

পীঠন্যাস—অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা পুষ্প নিয়ে ন্যাস করবেন। যথা—*হৃদয়ে*—"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ।" *দক্ষিণস্কন্ধে*—"ওঁ ধর্মায় নমঃ।" *বামস্কন্ধে*—"ওঁ জ্ঞানায় নমঃ।" *দক্ষিণ উরুতে*—"ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ।" *বাম উরুতে*—"ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ" *মুখে*—"ওঁ অধর্মায় নমঃ।" *দক্ষিণ পার্শ্বে*—"ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ।" *বামপার্শ্বে*—"ওঁ

অনৈশ্বর্যায় নমঃ।" *হৃদয়ে*—"ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পং পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।" *হৃদপদ্মে*—"ওঁ মেধায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ, ওঁ স্মৃত্যৈ নমঃ।" *মধ্যে*—"ওঁ বিঘ্নেশ্বর্যৈ নমঃ, ওঁ বর্ণকমলাসনায় নমঃ।"

করন্যাস—"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুঁ। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্॥"

অঙ্গন্যাস—"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুঁ। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্॥"

ব্যাপকন্যাস—একটি গন্ধপুষ্প নিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত এবং পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাঁচবার অথবা সাতবার "ওঁ ঐং" মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে স্পর্শ করবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস—"*শিরসি*—ওঁ কন্বয়ে ঋষয়ে নমঃ, *মুখে*—বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, *হৃদি*—ওঁ বাগীশ্বর্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।" এরপর কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে দেবীর ধ্যান করবেন।

ধ্যান—"ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ। কুচভরণমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে॥ নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ। সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ॥" ধ্যানের পর পুষ্পটি নিজের মস্তকে দিয়ে মানসোপচারে পূজা করবেন।

মানসপূজা—নিজের হৃদ্‌পদ্মে দেবীকে রত্নবেদিকার উপর প্রতিষ্ঠিতা চিন্তা ক'রে, যথাক্রমে—কুলকুণ্ডলিনী পাত্রের বারি পাদ্য, মনকে অর্ঘ্য, সহস্রারচ্যুত সুধাকে আচমনীয়, চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মক অহিংসাদি নির্মল গুণসকলকে পুষ্প, প্রাণবায়ুকে ধূপ, তেজস্বরূপ দীপ, অমৃতরূপ নৈবেদ্য, আকাশরূপ চামর, সূর্যরূপ দর্পণ, চন্দ্ররূপ ছত্র ও অনাহতরূপ ঘণ্টা নিবেদন করবেন। এরপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করবেন।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন—স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডল ক'রে তার উপরে ত্রিপদিকা স্থাপন ক'রে "ফট্" মন্ত্রে শঙ্খাদি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন ক'রে "নমঃ" মন্ত্রে পাত্রে গন্ধপুষ্পদূর্বাক্ষতাদি স্থাপন করবেন। পরে বিলোমমাতৃকা পাঠ ক'রে জল দিয়ে শঙ্খ পূরণ করবেন, যথা—"ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অং অঃ ঔং ওং ঐং এং ৯ৢং ৯ং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং নমঃ।" এরপর মূলমন্ত্রে (ঐং) পুনরায় ত্রিভাগ পূরণ করবেন। পরে শঙ্খাদি অর্ঘ্যপাত্রে—"ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ", জলে—"ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ", ত্রিপদিকাতে—"ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা ক'রে অঙ্কুশমুদ্রায়—"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" মন্ত্রে সূর্যমণ্ডল থেকে তীর্থাদির আবাহন করতঃ জলে দেবীর ধ্যান ক'রে "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা, "বৌষট্" মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে জলে দেবতার পূজা ক'রে মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন ক'রে দেবীর মূলমন্ত্র দশবার জপ করবেন। এরপর "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ ক'রে জল কোশায় কিছুটা রক্ষা করবেন এবং নিজেকে ও পূজোপকরণগুলি অভ্যুক্ষণ ক'রে পীঠপূজা করবেন।

পীঠপূজা—পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে তৈরী মণ্ডলে গন্ধপুষ্প দ্বারা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণ্ডলায় নমঃ।" মন্ত্রে সর্বতোভদ্রমণ্ডলে বা অষ্টদলপদ্মে পীঠপূজা করবেন। এরপর ঐ মণ্ডলে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দিয়ে পীঠদেবতাদের আবাহন করবেন। যথা—"ওঁ পীঠদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্লীত।" এরপর পুষ্প দিয়ে পূজা করবেন—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এইক্রমে—"ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ, ওঁ অধর্মায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পং পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ, ওঁ মেধায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ, ওঁ বুদ্ধ্যৈ নমঃ, ওঁ বিদ্বেশ্বর্যৈ নমঃ, ওঁ বর্ণকমলাসনায় নমঃ।" এরপর শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে বেদীশোধন ও বিতানশোধন ক'রে নিয়ে আপন আপন বেদানুযায়ী মন্ত্রে ঘটস্থাপন করবেন।

বেদীশোধন—"ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্র যূপেন যূপ আপ্যায়তাং প্রণীতোঽগ্নিনা।"

বিতানশোধন—"ওঁ ঊর্দ্ধ উ ষু ণ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। ঊর্দ্ধো বাজস্য সবিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে।" অতঃপর ঘটস্থাপন করবেন।

সামবেদীয় ঘটস্থাপন—*ভূমিতে হাত দিয়ে*—"ওঁ মহিত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষ্যং মিত্রস্যার্যম্নঃ দুরাধর্ষং বরুণস্য।" *ধান স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিনমপূপবন্তমুক্‌থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জ্জুষস্ব নঃ॥" *ঘট স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ অবিশন্ কলসং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে॥" *জল স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু॥" *পল্লব*—"ওঁ অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ উর্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ॥" *ফল স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তো যৎ পার্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চকাম আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং॥" *বস্ত্র স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ, স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ, তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তিঃ স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥" *সিন্দূর স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সুগৃভ্ণতে।" *পুষ্প স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্বাজসা তমঃ। দধৎস্তোত্রে সুবীর্যম্॥" এর পরে ঘটে হাত দিয়ে স্থিরীকরণ করবেন। যথা—"ওঁ ত্বাবতঃ পুরুবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্।" এরপর তীর্থ আবাহন করবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিত সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। আয়ান্তু যজমানস্য দূরিত ক্ষয়কারকাঃ॥" এরপরে করযোড়ে পাঠ করবেন—"ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ॥"

যজুর্বেদীয় ঘটস্থাপন—*ভূমিতে হাত দিয়ে*—"ওঁ ভূরসি ভূমিরস্য দিতিরসি বিশ্বাধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃগুং হ পৃথিবীং মা হিংসীঃ॥" *ধান স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিম্। ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্॥" *ঘট স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ আজিঘ্র কলসং মহ্য ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ পুনরুর্জা নিবর্তস্য সা নঃ। সহস্র ধৃক্ষোরুধারাপয়স্বতী পুনর্মা বিশতাদ্রয়ি॥" *জল স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভ সর্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ॥" *পল্লব স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥" *ফল স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ যা ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা যো মুঞ্চন্তং হসঃ॥" *পুষ্প স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্।

ন ইষাণ সর্বলোকং ম ইষাণ ॥" *গন্ধ স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥" *বস্ত্র স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ যুবা সুবাসা পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীবাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্ত ॥" *সিন্দুর স্পর্শ ক'রে*—"সিন্ধোরিব প্রাধ্বনেশুঘনাসো বাতঃ প্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ ॥" *দূর্বা স্পর্শ ক'রে*—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ ॥" এরপরে ঘটে হাত দিয়ে স্থিরীকরণ করিবেন। যথা—ওঁ স্থিরো ভব বিডঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বন। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগেঃ ॥" এরপর তীর্থ আবাহন করবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গাদ্যা সরিতাঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। আয়ান্তু যজমানস্য দূরিত ক্ষয়কারকাঃ ॥" এরপরে করযোড়ে পাঠ করবেন—"ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবী গণৈঃ সহ ॥ ওঁ গণানাত্বা গণপতিগুং হবামহে, প্রিয়ণাত্বা প্রিয়পতিগুং হবামহে, নিধীনাত্বা নিধীপতিগুঁ হবামহে, বসো মম ॥" এবার কাণ্ডরোপণ ও সূত্রবেষ্টন করবেন।

কাণ্ডরোপণ—তীরকাঠি স্পর্শ ক'রে—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পরুষঃ পরুষস্পরি। এবানো দূর্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ ॥"

সূত্রবেষ্টন—সূত্র স্পর্শ ক'রে—"ওঁ সূত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মানমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগমস্রবন্তি মারুহেমা স্বস্তয়ে ॥"

আবাহন—কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে দেবীর ধ্যান শেষ ক'রে পুষ্পটি ঘটে দিয়ে আবাহন করবেন। যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি সরস্বতি দেবী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ ॥" অনন্তর করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বাং সুস্থিরা ভব ॥" অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও চক্ষুর্দান করবেন। প্রতিমা না হ'লে শালগ্রাম শিলায় বা ঘটে পূজা করবেন, কিন্তু সে স্থলে চক্ষুর্দান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, অধিবাস ইত্যাদি হ'বে না। চক্ষুর্দান কালে মূলমন্ত্রে প্রথমে বামচক্ষুতে, পরে দক্ষিণ চক্ষুতে কাজল দেবেন।

চক্ষুর্দান—একটি বিল্বপত্রে কাজল তুলে কুশের অগ্রভাগ দিয়ে সেই কাজল দেবীর বাম নেত্রের মণিতে মূলমন্ত্র (ঐং) সহ পরিয়ে দেবেন। অথবা বলবেন—"ওঁ আপ্যায়স্য সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥" এর পরে দেবীর দক্ষিণ নেত্রে উপরে লিখিতভাবে কাজল পরিয়ে বলবেন—"ওঁ *দেবানামুদ্গাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য* বরুণস্যাগ্নে। আ প্রা দাব্যা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্ত স্থূষশ্চ ॥"

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—প্রথমে দেবীর মস্তকে (ঐং) মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করবেন। তারপর পুষ্পাদি দক্ষিণ হাতে নিয়ে দেবীর হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা স্পর্শ ক'রে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করবেন—

"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌঃ হংসঃ শ্রীসরস্বতীদেব্যা সর্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহা। ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতা-মাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু। অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু, বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তা মোম্ প্রতিষ্ঠ। ওঁ অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্ত অস্যৈ প্রাণা ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা ॥" এরপর মূলমন্ত্র (ঐং) তিনবার জপ ক'রে গায়ত্রী পাঠ ক'রে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করবেন।

গণেশের পূজা— *ধ্যান*—"ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং। প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্ ॥ দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরম্। বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্ ॥" *আবাহন*—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্গণপতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" এরপরে—"ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা ক'রে প্রণাম করবেন। *প্রণাম মন্ত্র*—"ওঁ একদন্ত মহাকায়ং লম্বোদর গজাননম্। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্ ॥" এরপর সূর্যপূজা করবেন।

সূর্যের পূজা—*ধ্যান*—"ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥" ধ্যানান্তে আবাহন ক'রে—"ওঁ শ্রীসূর্যায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা ক'রে প্রণাম করবেন। *প্রণাম মন্ত্র*—"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥" এরপর বিষ্ণুপূজা করবেন।

বিষ্ণুর পূজা—*ধ্যান*—"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট ঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥" *ধ্যানান্তে আবাহন ক'রে*—"ওঁ নারায়ণায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা ক'রে প্রণাম করবেন। *প্রণাম মন্ত্র*—"ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥" এরপর শিবপূজা করবেন।

শিবের পূজা—*ধ্যান*—"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানম্, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥" *ধ্যানান্তে আবাহন ক'রে*—"ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা ক'রে প্রণাম করবেন। *প্রণাম মন্ত্র*—"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ॥" এরপর দুর্গাপূজা করবেন।

দুর্গার পূজা—*ধ্যান*—"ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাম্। শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্॥ সিংহস্কন্ধাদিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলাং তেজসাপুরয়ন্তীং। ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশ পরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ। ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ॥" *ধ্যানের পর আবাহন ক'রে*—"হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা ক'রে প্রণাম করবেন। *প্রণাম মন্ত্র*—"ওঁ নমো সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সবার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহস্তু তে॥

এরপর—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে ব্রহ্মার, এবং "ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো, ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ, ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ, ওঁ ক্ষেত্রপালেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা ক'রে শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর প্রধান পূজা করবেন।

প্রধান পূজা—*দেবীর পুনরায় ধ্যান ক'রে*—"ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করবেন। প্রতিটি দ্রব্যের অর্চনা ক'রে দেবীকে নিবেদন করবেন। *আসন*—প্রথমে রজতাসন গ্রহণ ক'রে—"এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার জলের ছিটা দিয়ে—"এতে গন্ধপুষ্পে এতধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" এইভাবে সমস্ত দ্রব্যই অর্চনা ক'রে দেবীকে নিবেদন করবেন। *নিবেদন*—"ওঁ আসনং গৃহ্ণ দেবেশি যৎ কৃতং শোভনং ময়া। সর্বকালফলং দেবি বাগীশ্বরী

নমোহস্তু তে। ইদং রজতাসনং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" *স্বাগত*—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি শ্রীসরস্বতীদেবি স্বাগতং সুস্বাগতম্। ওঁ স্বাগতানুগৃহীতোঽস্মি সুস্বাগতমিদং শুভম্। প্রসন্না ভব দেবেশি কৃপাং কুরু হরিপ্রিয়ে॥" *পাদ্য*—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ পাদ্যং গৃহ্ণ দেবেশি সর্বদুঃখাপহারকম্। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে বিষ্ণুবল্লভে॥ এতৎ পাদ্যং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" *অর্ঘ্য*—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ দূর্বাক্ষতসমাযুক্তং গন্ধপুষ্পং তথা পরম্। শোভনং শঙ্খপাত্রস্থং গৃহাণার্ঘ্যং সুরেশ্বরি॥ ইদমর্ঘ্যং ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ॥" (*যজুর্বেদীয়রা*—'ইদমর্ঘ্যং' স্থলে 'এষোঽর্ঘঃ' বলবেন)। *আচমনীয়*—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভম্। গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়াভক্ত্যা নিবেদিতম্॥ ইদমাচমনীয়ং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" *মধুপর্ক*—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ মধুপর্কং মহাদেবী ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহ্ণ দেবি সরস্বতী॥ এষ মধুপর্কঃ ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" *পুনরাচমনীয়*—আগের মতো অর্চনা ক'রে—আচমনীয়-এর মন্ত্র পাঠ ক'রে নিবেদন করবেন। *স্নানীয়*—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরং। স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং রাগবস্তুনা॥ ইদং স্নানীয়োদকং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" *বস্ত্র*—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ বহুতন্তুসমাযুক্তং পট্টসূত্রাদিনির্মিতম্। বাসোদেবি সুশুক্লঞ্চ গৃহাণ ত্বং বাগীশ্বরি॥ ইদং বস্ত্রম্ ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" *আভরণ*—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ দিব্যরত্নসমাযুক্তা বহ্নিভানু সমপ্রভা। গাত্রাণি শোভায়িষ্যন্তি অলঙ্কারা বাগীশ্বরি॥ ইদং রজতাভরণং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" *গন্ধ*—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ। ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্॥ এষ গন্ধঃ ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" *পুষ্প*—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধি দেবনির্মিতম্। হৃদ্যমদ্ভুতমাঘ্রেয়ং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাম্॥ এতৎ পুষ্পং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" *ধূপ*—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ বনস্পতিরসো দিব্য গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম॥ এষ ধূপঃ ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" এরপরে—"ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা।" মন্ত্রে ঘণ্টা পূজা ক'রে বাম হাতে ঘণ্টা বাজাবেন, এবং ধূপ দশবার ঘুরিয়ে দেবীর বামদিকে স্থাপন করবেন। *দীপ*—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ অগ্নির্জ্যোতিঃ রবির্জ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ। জ্যোতিষামুত্তমো দেবি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এষ দীপঃ ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" বাম হাতে ঘণ্টা বাজিয়ে দীপ ঘুরিয়ে দেবীর দক্ষিণ ভাগে স্থাপন করবেন। *নৈবেদ্য*—আগের মতো অর্চনা

ক'রে—"ওঁ আমান্নং ঘৃতসংযুক্তং নানাবস্তু সমন্বিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ ত্বং বাগীশ্বরি॥ এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" পরে—"ওঁ প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা"—ব'লে দেবীকে পঞ্চগ্রাস মুদ্রা প্রদর্শন করাবেন। এরপরে পুনরায় পুনরাচমনীয় জল, আগের মতো অর্চনা ক'রে "ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে দেবেন। *মোদক*—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ মোদকং স্বাদুসংযুক্তং শর্করাদিবিনির্মিতং। সুরসং মধুরং ভোজ্যং দেবি ত্বং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ইদং মোদকদ্রব্যং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" *তাম্বুল*—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ ফলপত্রসমাযুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাম॥ এতৎ তাম্বুলম্ ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" *একশ' আটটি দূর্বা*—আগের মত অর্চনা ক'রে—"ওঁ নমস্তে সর্বগে দেবি নমস্তে সুখমোক্ষদে। দূর্বা গৃহাণ দেবি ত্বং মাং নিস্তারয় সর্বতঃ॥ এষা দূর্বা ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" *পুষ্পমাল্য* আগের মতো অর্চনা করে—"ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্পসমন্বিতং। শ্রীযুক্ত লম্বমানঞ্চ গৃহাণ দেবী সারদে॥ এতৎ পুষ্পমাল্যম্ ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ"। এর পরে প্রতিমার ললাটে "ঐং" মন্ত্রে সিন্দূরের তিলক দিয়ে পঞ্চোপচারে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর পূজা করবেন।

লক্ষ্মীর পূজা—*ধ্যান*—"ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজসৃণির্যাম্য সৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্য মাতরম্॥ গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কার ভূষিতাম্। রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥" ধ্যানান্তে আবাহন ক'রে "ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা ক'রে প্রণাম করবেন। *প্রণাম মন্ত্র*—"ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥

এরপর—"ওঁ পুস্তকেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে *পুস্তকের পূজা*, "ওঁ মস্যাধারায় নমঃ।" মন্ত্রে *দোয়াতের পূজা*, "ওঁ লেখন্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে *কলমের পূজা*, "ওঁ বাদ্যযন্ত্রাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে *বাদ্যযন্ত্রের পূজা* এবং "ওঁ হংসায় নমঃ।" মন্ত্রে *হংসের পূজা* করবেন। এরপরে সরস্বতীকে—"ইদং রাগদ্রব্যং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে আবির ও অভ্র দেবেন। পরে দেবীকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দেবেন।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—"ওঁ জয় জয় দেবি চরাচরসারে, কুচযুগশোভিতমুক্তাহারে॥ বীণাপুস্তকরঞ্জিত হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবি নমস্তে॥ *এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি* ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ ॥১॥" "ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে॥ *এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি* ওঁ ঐং

শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ ॥২॥" "ওঁ সা মে ভবতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী। মুরারীবল্লভাং দেবী সর্ব শুক্লা সরস্বতী॥ এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ ॥৩॥"

প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ। বেদবেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥"

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—(দ্বিতীয় প্রকার)—"যা কুন্দেন্দু তুষারহার ধবলা যা শ্বেত পদ্মাসনা। যা বীণাবরদণ্ড মণ্ডিত ভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা॥ যা ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্করঃ প্রভৃতিভির্দেবগণৈঃ বন্দিতা। সা মাং পাতু ভগবতী সরস্বতী নিঃশেষ জাড্যাপহা॥ সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তক ধারিণী। মুরারী বল্লভাং দেবীং সর্বশুক্লা-সরস্বতী॥ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে॥"

সাধারণের পুষ্পাঞ্জলি—জল নিয়ে হাত ধুয়ে করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করাবেন—"নমঃ অপবিত্রো পবিত্র বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ॥ নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, পরে পুষ্প নিয়ে—"নমঃ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ। বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যা-স্থানেভ্য এব চ॥ এষ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলি সরস্বত্যৈ দেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াবার পরে প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করাবেন। প্রণাম মন্ত্র—"নমো সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে॥" (ব্রাহ্মণদের 'নমঃ' শব্দের পরিবর্তে 'ওঁ' বলাবেন।)

সরস্বতী স্তোত্রম্—"শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা। শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥ শ্বেতাক্ষ-সূত্রহস্তা চ শ্বেত চন্দনচর্চিতা। শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা॥ বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্বৈরর্চিতা দেবদানবৈঃ। পূজিতা মুনিভিঃ সর্বৈঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা॥ স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্। যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে॥"

বাণী স্তোত্রম্—যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—কৃপাং কুরু জগন্মাতর্মামেব হততেজসম্। গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্॥ জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে।

প্রতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি শক্তিং শিষ্য প্রবোধিকাম্॥ গ্রন্থ কর্তৃত্বশক্তিঞ্চ সচ্ছিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠিতম্। প্রতিভাং সৎসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্॥ লুপ্তং সর্বং দৈববশান্ নবীভূতং পুনঃ কুরু। যথাঙ্কুরং ভস্মানি চ করোতি দেবতা পুনঃ॥ ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতিরূপা সনাতনী। সর্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥ যয়া বিনা জগৎ সর্বং শশ্বদ্‌জীবন্মৃতং ভবেৎ। জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ॥ যয়া বিনা জগৎ সর্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা। বাগাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥ হিম-চন্দন-কুন্দেন্দু-কুমুদাম্ভোজ-সন্নিভা। বর্ণাধিদেবী যা তস্মৈ চাক্ষরায়ৈ নমো নমঃ॥ বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেব চ। যদধিষ্ঠাত্রী যা দেবী ভারত্যৈ তে নমো নমঃ॥ যয়া বিনা চ সংখ্যাকৃৎ কর্তুং ন শক্যতে। কাল সংখ্যাস্বরূপা যা তস্মৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥ ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা। ভ্রমসিদ্ধান্ত-রূপা যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥ স্মৃতিশক্তি র্জ্ঞানশক্তির্বুদ্ধিশক্তি স্বরূপিণী। প্রতিভা কল্পনা শক্তি যা চ তস্যৈ নমো নমঃ॥ সনৎকুমারো ব্রহ্মাণং জ্ঞানং প্রপচ্ছ যত্র বৈ। বভুব জড়বৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্তৃমক্ষমঃ॥ তদা জগাম ভগবানাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ। উবাচ সততং স্তোতুং বাণীমিতি প্রজাপতিম্॥ স চ তুষ্টাব ত্বাং ব্রহ্মা চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ। চকার ত্বৎপ্রসাদেন তদা সিদ্ধান্ত মুত্তমম্॥ যদাপ্যনন্তং পপ্রচ্ছ জ্ঞানমেকং বসুন্ধরা। বভুব মূকবৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্তৃমক্ষম ঃ॥ তদা ত্বাঞ্চ স তুষ্টাব সন্ত্রস্তঃ কশ্যপাজ্ঞয়া। ততশ্চকার সিদ্ধান্তং নির্মলং ভ্রমভঞ্জনম্॥ ব্যাসঃ পুরাণসূত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ বাল্মীকিং সদা। মৌনীভূতঃ সস্মার ত্বামেব জগদম্বিকাম্॥ তদা চকার সিদ্ধান্তং ত্বদ্‌বরেণ মুনীশ্বরঃ। সংপ্রাপ্য নির্মল্য জ্ঞানং প্রমাদ ধ্বংসকারণম্॥ পুরাণসূত্রং শ্রুত্বা স ব্যাসঃ কৃষ্ণকুলোদ্ভবঃ। ত্বাং সিষেবে স দক্ষৌ চ শতবর্ষঞ্চ পুষ্করে॥ তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য স কবীন্দ্রো বভুব হ। তদা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণঞ্চ চকার সঃ॥ যদা মহেশং পপ্রচ্ছ তত্ত্বজ্ঞানং শিবা স্বয়ম্। ক্ষমং ত্বামেব সঞ্চিন্ত্য তস্যৈ জ্ঞানং দদে বিভুঃ॥ পপ্রচ্ছ শব্দ শাস্ত্রাণি মহেন্দ্রশ্চ বৃহস্পতিম্। দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ স ত্বাং দধৌ চ পুষ্করে॥ তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য দিব্য বর্ষসহস্রকম্। উবাচ শব্দ শাস্ত্রঞ্চ তদর্থঞ্চ সুরেশ্বরম্॥ অধ্যাপিতাশ্চ যৈঃ শিষ্যা যৈরধীতং মুনীশ্বরৈঃ। তে চ তাং পরিসঞ্চিন্ত্য প্রবর্তন্তে সুরেশ্বরি॥ তং সংস্তুতা পূজিতা চ মুনীন্দ্রমনুমানবৈঃ। দৈত্যেন্দ্রৈশ্চ সুরৈশ্চাপি ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদিভিঃ॥ জড়ীভূতঃ সহস্রস্য, পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্মুখ। যাং স্তোতুং কিমহং স্তৌমি ত্বামেকাস্যেন মানবঃ॥ ইত্যুক্তা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ভক্তি-নম্রাত্মকন্ধরঃ।

প্রণাম নিরাহারো রুরোদ চ মুহুর্মুহুঃ॥ তদা জ্যোতিঃ স্বরূপা সা তেনাদষ্টা হপ্যুবাচ তম্। তং কবীন্দ্রো বভেত্যুক্ত বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম হ। যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণী স্তোত্রং যঃ সংযতঃ পঠেৎ। স কবীন্দ্রো মহাবাগ্মী বৃহস্পতি সমো ভবেৎ॥ মহামূর্খশ্চ দুর্মেধ বর্ষমেকঞ্চ যঃ পঠেৎ। স পণ্ডিতশ্চ মেধাবী সুকবিশ্চ ভবেদ্‌ধ্রুবম্॥

সরস্বতী কবচম্—ব্রহ্মোবাচ। শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বকামদম্। শ্রুতিসারং শ্রুতিসুখং শ্রুত্যুক্তং শ্রুতিপূজিতম্॥ উক্তং কৃষ্ণেণ গোলকে মহ্যং বৃন্দাবনে বনে। রামেশ্বরেণ বিভূনা রাসেন রাসমণ্ডলে॥ অতীব গোপনীয়ঞ্চ কল্পবৃক্ষসমং পরম্। অশ্রুনাদ্ভুতমন্ত্রাণাং সমূহৈশ্চ সমন্বিতম্॥ যদ্ধৃতা ভগবান্ শুক্রঃ সর্বদৈত্যশ্চপূজিতঃ॥ পাঠনাদ্ধারণাদ্বাগ্মী কবীন্দ্রো বাল্মীকো মুনিঃ। স্বায়ম্ভুবো মনুশ্চৈচ যদ্ধৃত্বা সর্বপূজিতঃ॥ কণাদো গৌতমঃ কণ্বঃ পাণিনিঃ শাকটায়নঃ। গ্রন্থঞ্চকারযদ্ধৃত্বা দক্ষঃ কাত্যায়নঃ স্বয়ম্॥ কৃত্বা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণাখ্যাখিলানি চ। চকার লীলামাত্রেণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্॥ শাতাতপশ্চ সংবর্তো বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ। যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ গ্রন্থং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চকার সঃ॥ ঋষ্যশৃঙ্গো ভরদ্বাজশ্চাস্তীকো দেবলস্তথা। জৈগীষব্যোঽথ জাবালির্যদ্ধৃত্বা সর্বপূজিতঃ॥ কবচস্যাস্য বিপ্রেন্দ্রঋষিরেষঃ প্রজাপতিঃ। স্বয়ং বৃহস্পতিশ্ছন্দো দেবো রাসেশ্বরঃ প্রভুঃ॥ সর্বতত্ত্বপরিজ্ঞান সর্বার্থসাধনেষু চ। কবিতাসু চ সর্বাসু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা, শিরো মে পাতু সর্বতঃ। শ্রীবাগ্‌দেবতায়ৈ স্বাহা ভালং সর্বদাবতু॥ ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহেতি শ্রোত্রং পাতু নিরন্তরম্। ওঁ শ্রীং হ্রীং ভারত্যৈ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু॥ ঐং হ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা নাসাং সর্বতোঽবতু। হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা ওষ্ঠ সদাবতু॥ ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্মৈস্বাহেতি দন্তপংক্তিঃ সদাবতু। ঐং ইত্যেকাক্ষরো মন্ত্রো মম কণ্ঠং সদাবতু॥ ওঁ হ্রীং হ্রীং পাতু মে গ্রীবাং স্কন্ধং মে শ্রীং সদাবতু। বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা রক্ষঃ সদাবতু॥ ওঁ হ্রীং হ্রীং বাণ্যৈ স্বাহেতি মম পৃষ্ঠঃ সদাবতু। ওঁ সর্ববর্ণাত্মিকায়ৈ স্বাহা পাদযুগ্মং সদাবতু॥ ওঁ বাগাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা সর্বাঙ্গং মে সদাবতু। ওঁ সর্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু॥ ওঁ ঐং হ্রীং জিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহাদিশি রক্ষতু। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং সরস্বত্যৈ বধুজনন্যৈ স্বাহা॥ সততং মন্ত্ররাজোঽয়ং দক্ষিণে মাং সদাবতু। ওঁ হ্রীং শ্রীং ত্র্যক্ষরো মন্ত্রো নৈর্ঋত্যাং মে সদাবতু॥ কবিজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা মাং বারুণেঽবতু। ওঁ সদাম্বিকায়ৈ স্বাহা বায়ব্যে মাং সদাবতু॥ গদ্যপদ্যবাসিন্যৈ স্বাহা মামুত্তরেঽবতু॥ ওঁ সর্বশাস্ত্রবাসিন্যৈ স্বাহৈশানাং মাং সদাবতু। ওঁ হ্রীং সর্বপূজিতায়ৈ স্বাহা চৌর্ধং সদাবতু॥ ওঁ হ্রীং পুস্তকবাসিন্যৈ স্বাহাধ্যে মাং সদাবতু। ওঁ গ্রন্থবীজরূপায়ৈ স্বাহা মাং সর্বতোঽবতু॥ ইতি

তে কথিতং বিপ্র সর্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্॥ ইদং বিশ্বজয়ং নাম কবচং ব্রহ্মরূপিণম্॥ পুরা শ্রুতঃ ধর্মবক্ত্রাৎ পর্বতে গন্ধমাদনে। তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ॥ গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবৎ বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ। প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ কবচং ধারয়েৎ সুধীঃ॥ পঞ্চলক্ষজপেনৈব সিদ্ধান্ত কবচং ভবেৎ। যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বৃহস্পতিসমো ভবেৎ॥ মহাবাগ্মী কবিন্দ্রশ্চ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ। শক্নোতি সর্ব জেতুং স কবচস্য প্রসাদতঃ॥ ইদং তে কাণ্বশাখোক্তং কথিতং কবচং মুনে। স্তোত্রং পূজাবিধানাঞ্চ ধ্যানঞ্চ বন্দনং তথা॥

সামবেদীয় হোমবিধি

চতুর্হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ কেশতুষাঙ্গারবর্জিত গোময়াদিলিপ্তস্থলে বালুকা ব্যাপ্ত করিয়া কুশাসনে পূর্বমুখে বসিয়া তিলকাদি দ্বারা ললাট শোভিত করবেন। অতঃপর দক্ষিণজানু পাতিত করিয়া উত্তরদিকে অভ্যুক্ষণার্থ কুশকুসুম সহিত একটি জলপাত্র স্থাপন করবেন। কোশার পশ্চিমে উত্তরাগ্র করিয়া কয়েকগাছি কুশ পাতিয়া বহ্নিস্থাপন পর্যন্ত ঐ কুশের প্রাদেশপরিমিত একটি কুশ বামহস্তে লইয়া ঐ হস্ত চিৎ করিয়া রাখবেন। পরে দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা গৃহীত কুশমূলে রেখাকরণ করবেন। যথা, অগ্রে পাতিত বালুকার উপর দ্বাদশাঙ্গুলি প্রমাণ কুশ নৈর্ঋতকোণ হইতে পূর্বমুখ করিয়া পাতিত করবেন। পরে একবিংশতি অঙ্গুলি প্রমাণ অপর একটি কুশ উত্তরাস্য করিয়া স্থাপন করবেন। পরে সপ্ত অঙ্গুলি প্রমাণ আর একটি কুশ দ্বিতীয় রেখার চারি অঙ্গুলি ঊর্ধ্বে প্রথম কুশের সংলগ্ন করতঃ উত্তরাস্য করিয়া রাখবেন ও উহার উত্তরসীমা হইতে পূর্বমুখ করিয়া একটি প্রাদেশপরিমিত কুশ রাখবেন। পরে পূর্বক্রমে সাত অঙ্গুলি আর একটি কুশ প্রথম সপ্তাঙ্গুল কুশের উত্তরদিকে উত্তরাস্য করিয়া রাখবেন ও ঐ কুশের উত্তর হইতে পূর্বাস্য করিয়া প্রাদেশপরিমিত আর একটি কুশ রাখবেন। অতঃপর আর একটি সাত অঙ্গুলি কুশ দ্বিতীয় সপ্তাঙ্গুল কুশের উত্তরদিকে উত্তরাস্য করিয়া ও ঐ কুশের উত্তর হইতে পূর্বমুখ করিয়া আর একটি প্রাদেশপরিমিত কুশ রেখে দেবেন। এই প্রকারে

সজ্জিত করিলে রেখাকরণের কালে সেই সেই কুশের মাত্র মন্ত্রপাঠ সহকারে রেখা টানিলেই কার্য সহজ হবে। কেহ কেহ স্থণ্ডিল নির্মাণপূর্বক কুশ দ্বারা এককালেই রেখা টানিয়া থাকেন। পরে মন্ত্রপাঠ করিয়া স্পষ্টীকৃত করেন। *রেখাকরণ মন্ত্র*, যথা—দ্বাদশাঙ্গুলি পূর্বমুখী রেখা—"ওঁ রেখেয়ং পৃথিবদেবতাকা পীতবর্ণা" ॥১॥" তন্মূল হইতে একবিংশতি অঙ্গুলিপরিমিত উত্তরমুখী রেখা—"ওঁ রেখেয়ং অগ্নির্দেবতাকা লোহিতবর্ণা" ॥২॥ প্রথমরেখা হইতে সপ্তাঙ্গুলি অন্তরিত প্রাদেশ পরিমিত পূর্বাভিমুখী রেখা—"ওঁ রেখেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা"॥৩॥ পুনর্বার অন্য সপ্তাঙ্গুলি-অন্তরিত প্রাদেশ পরিমিত পূর্বাভিমুখী রেখা—"ওঁ রেখেয়মিন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা"॥৪॥ উহা হইতে সপ্তাঙ্গুলি অন্তরিত প্রাদেশপরিমিত পূর্বাভিমুখী রেখা—"ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা" ॥৫॥ তৎপরে ঐ পাঁচটি রেখার মূলদেশ হইতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে কিঞ্চিৎ উৎকর (বালুকাকণা) গ্রহণপূর্বক "প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা উৎকর নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসু" মন্ত্রে অরত্নি পরিমিত (কনুই হইতে কনিষ্ঠার অগ্রভাগ পর্যন্ত) দূর স্থানে ঈশানকোণে নিক্ষেপ করবেন। এবার নিকটে স্থাপিত অগ্নি হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করবেন, যথা—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌চ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ"॥ মন্ত্রপাঠ করিয়া গৃহীত অগ্নি হইতে কিয়দংশ নৈর্ঋতকোণে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অগ্নি মন্ত্রপাঠ সহকারে স্থণ্ডিলের উপর বামাবর্তে তৃতীয়রেখার উপর আত্মাভিমুখ করিয়া রাখবেন, যথা—"প্রজাপতির্ঋষিবৃহতীচ্ছন্দো প্রজাপতির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম" তৎপরে পূর্বস্থাপিত বামকর তুলিয়া করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করবেন, যথা—"ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্॥ ওঁ সর্বত পাণিপাদান্তঃ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নি প্রণীতঃ সর্বকর্মসু॥" পরে "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্ভবনামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া "ওঁ পিঙ্গভ্রুশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নি সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ॥ ধ্যান পাঠ করিয়া "ওঁ সমুদ্ভবনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ" মন্ত্রে আবাহন করিয়া "এষ

গন্ধঃ ওঁ সমুদ্ভবনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ সমুদ্ভবনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ সমুদ্ভবনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ সমুদ্ভবনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ সমুদ্ভবনামাগ্নয়ে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করবেন। অতঃপর প্রাদেশ পরিমিতি ঘৃতাক্ত সমিধ আহুতি দিয়া ব্রহ্মাস্থাপন করবেন। যথা—পূর্বস্থাপিত জলপাত্র হইতে অর্থাৎ অগ্নিকোণে স্থণ্ডিল হইতে অরত্নি পরিমিত দূরে জলধারা দিয়া কয়েকগাছি সাগ্রকুশ আস্তৃত করিয়া ব্রহ্মার আসন করবেন। যজমান কর্তৃক বৃত ব্রাহ্মণ যদি ব্রহ্মা হন ; তবে আসনের পূর্বপার্শ্বে পশ্চিমাস্যে দাঁড়াইয়া বামকরের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আস্তৃত আসন হইতে একটি কুশ লইয়া মন্ত্র পাঠ করবেন। যদি উপরোক্ত বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মারূপে বৃত না হন তবে তৎপরিবর্তে নারায়ণ শিলাকেই ব্রহ্মারূপে কল্পনা করিয়া লইবেন এবং হোতা মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ ॥ মন্ত্রপাঠ করিয়া কুশটি দক্ষিণ পশ্চিমকোণে ফেলিয়া দক্ষিণহস্তে জলস্পর্শ করতঃ বামপদের উপর দক্ষিণপদ রাখিয়া উত্তরমুখে পূর্বরক্ষিত আসন জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করবেন—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আবসোঃ সদনে সীদ। ওঁ সীদামি" ॥ (প্রতিবচন) পরে উত্তরাস্যে ব্রহ্মাস্থাপন করিয়া হোতা কতিপয় কুশ বিনা মন্ত্রে ব্রহ্মাকে দিয়া জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে এবং "এতৎ কুশপত্রম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে কুশ ও কুসুমদ্বারা ব্রহ্মার পূজা করবেন। অতঃপর হোতা পূর্বমুখে বসিয়া অযজ্ঞীয় ভাষাদি কথনের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তরূপ মন্ত্রপাঠ করবেন। যদি বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হয়েন, তিনিও মন্ত্র পাঠ করবেন—"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অযজ্ঞীয় বাগ্বচননিমিত্তজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংসুলে" ॥ পরে পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া অধোমুখ দক্ষিণহস্তের উপরি বামহস্ত বিপরীতভাবে আত্মাভিমুখ করিয়া মাটিতে রাখিয়া ভূমিজপ মন্ত্র পাঠ করবেন, যথা—"পরমেষ্টির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং ভূমের্ভজাম্যহমিদং ভদ্রং সুমঙ্গলম্। পরাসপত্নান্ বাধ স্বান্যেষাং বিন্দতে ধনম্ (রাত্রে) বসু"। অতঃপর দক্ষিণহস্তে কতিপয় কুশ লইয়া অগ্নির উত্তরদিক হইতে দক্ষিণদিক পর্যন্ত দক্ষিণাবর্তে মন্ত্রপাঠ সহকারে তৃণাদিমার্জন ও শোধন করবেন,

যথা—কৌৎসর্ঋষির্জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা পৃষ্ঠস্য ষড়হস্য ষষ্ঠেহহনি অগ্নিমারুতে শস্ত্রে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সম্মহেমা মণীষয়া। ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ন্তব ॥ ওঁ ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্ত পর্বণা পর্বণা বয়ম্। জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োহগ্নে সখ্যে মারিষামা বয়ন্তবঃ"। ওঁ শকেম ত্বা সমিধ সাধয়া ধিয়ন্তে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্। ত্বমাদিত্যাঁ আবহতান্ হ্যুশ্ম স্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব। অতঃপর সম্মার্জনী কুশসমূহ ঈশানকোণে ফেলিয়া সমানাগ্র কুশ গ্রহণ করিয়া অগ্নির পূর্বোত্তর দিকে তিনটি পূর্বাগ্র কুশ স্থাপন ও তাহার নিম্নে আবার ঐরূপ কুশ পুর্বমুখ করিয়া রাখিয়া উপরিস্থ কুশের মূলদেশ আবরণ করবেন এবং পুনরায় আর একটি কুশদ্বারা ঐরূপে উপরিস্থ কুশের মূলদেশ আবরিত করিয়া দেবেন। পরে অগ্নিকোণের নিম্নভাগ যাবৎ পূর্বোক্তরূপে পূর্বমুখী করিয়া পঞ্চদশসংখ্যক কুশ প্রদান করবেন। পরে নৈর্ঋতকোণের ঈষৎ উত্তরে ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নক্রমে তিনগাছা কুশ রাখবেন। অনন্তর অগ্নির উত্তর দিকে ঈশানকোণস্থ কুশের মূল আবরণপূর্বক অধঃ ক্রমে বায়ুকোণ যাবৎ দ্বাদশটি কুশ সাজাইয়া দেবেন। পরে পূর্বাদিদিকক্রমে দশদিকে আতপতণ্ডুল প্রক্ষেপ করবেন, যথা—"ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা, ওঁ নৈর্ঋতায় স্বাহা, ওঁ বরুণায় স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ কুবেরায় স্বাহা, ওঁ ঈশানায় স্বাহা, ওঁ অনন্তায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা" ॥ অতঃপর খদির, পলাশ অথবা যজ্ঞডম্বুর উহাদের যে কোন একটি কাষ্ঠের প্রদেশমাণ ২০টি ঘৃতাক্ত সমিধ লইয়া প্রজাপতি দেবতাকে মনে মনে চিন্তা করিয়া হোতা কিঞ্চিত উত্থিত হইয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দেবেন। অতঃপর আস্তৃত কুশ হইতে দুইগাছি সাগ্র কুশ লইয়া তাহা অপর একটি কুশদ্বারা পবিত্র বন্ধন করিয়া প্রাদেশ পরিমিত রাখিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে নখব্যতীত ছেদন করবেন। অতঃপর প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ"। যথা—প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্র মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ"। মন্ত্রে পবিত্রটি

অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ধরিয়া উক্ত মন্ত্র সহকারে জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করতঃ ঘৃতের পাত্রে উত্তরাগ্র করিয়া রাখবেন। অতঃপর সেই ঘৃতপাত্রে হোমার্থ ঘৃত স্থাপন পূর্বক পাত্রের উপর দক্ষিণকর অধোমুখ করিয়া, বামকর দক্ষিণকরের নিম্নে দিয়া অধোমুখ ভাবে পবিত্রের অগ্রদেশ দক্ষিণকরের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া এবং পশ্চাদ্ভাগ বামকরের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ধরিয়া মন্ত্রপাঠ করবেন, যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যং দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ। বসোঃ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা" ॥ পরে পবিত্রের মধ্যভাগ দ্বারা ঘৃত আলোড়নপূর্বক ঐরূপভাবে পবিত্রদ্বারা ঘৃত লইয়া বহ্নিতে অমন্ত্রক আহুতি দেবেন ॥ তৎপরে পবিত্র গাছটি বামহস্তে গ্রহণ করিয়া জলের ছিটা দিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন। পরে ঘৃতপাত্রের তলদেশ জলদ্বারা মার্জনা করিয়া আজ্য সংস্কার করবেন। স্রুক, স্রুব প্রভৃতিও ঐভাবে সংস্কার করবেন। অতঃপর পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া বামজানু উন্নত করিয়া বহ্নির চতুর্দিকক্রমে উদকাঞ্জলিসেক করবেন। অগ্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে নৈর্ঋতকোণ হইতে অগ্নিকোণ যাবৎ গৃহীত জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্র পাঠ করবেন এবং জলধারা দেবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে অনুমন্যস্ব"। পুনর্বার ঐরূপ জলাঞ্জলি লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নির পশ্চিম নৈর্ঋতকোণ হইতে বায়ুকোণ যাবৎ জলধারা দেবেন, যথা—প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অনুমন্যস্ব"। পুনর্বার জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নির বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ যাবৎ জলধারা দেবেন, যথা—"প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতীদেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্ব" ॥ পুনর্বার জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া দক্ষিণাবর্তে জলধারায় অগ্নিকে বেষ্টন করবেন, যথা—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সবিতাদেবতা অগ্নিপর্যুক্ষণ বিনিয়োগ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসূব যজ্ঞং প্রসূব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্ন স্বদতু ॥ অতঃপর দক্ষিণজানু উত্তোলন করিয়া করযোড়ে পাঠ করবেন "ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ বাক্ চ। মনশ্চ আত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপদ্যে তানি মামবন্তু ॥" এবার দক্ষিণজানু

তুলিয়া উপরে দক্ষিণহস্ত এবং নিম্নে বামহস্ত রাখিয়া, ফল, পুষ্প ও কুশ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বিরূপাক্ষজপ করবেন। যথা—"পরমেষ্ঠীঋষিঃ রুদ্ররূপোঽগ্নির্দেবতা বিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরোঁ মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে, বিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জিস্তস্য তে শয্যাপর্ণে গৃহান্তরিক্ষে বিমিতং হিরণ্যয়ং তদ্দেবানাং হৃদয়ান্যয়স্ময়ে কুম্ভেঽন্তঃ সন্নিহিতানি তানি বলভৃচ্চ বলসাচ্চ রক্ষতোঽপ্রমণী অনিমিষতঃ। সত্যং যত্তে দ্বাদশ পুত্রাস্তে ত্বা সংবৎসরে কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা, পুনর্ব্রহ্মচর্য মুপয়ন্তি। ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোঽস্যহং মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপধাবত্যুমুপধাবামি, জপন্তং মা মা প্রতিজাপর্জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহৌষীঃ, কুর্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষীস্ত্বাং প্রপদ্যে। ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম করিষ্যামি। তন্মে রাধ্যতাং, তন্মে সমৃদ্ধতাং, তন্মে উপপদ্যতাম্। সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানুজানাতু তুথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোঽনুজানাতু, স্বাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রাবরুণোঽনুজানাতু। তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে, সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে, তুথায় বিশ্ববেদসে, শ্বাত্রায় প্রচেতসে, সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ" ॥ অনন্তর গৃহীত কুশ ঈশানকোণে ফেলিয়া ফল ও পুষ্প ব্রহ্মাকে নিবেদন করিয়া প্রকৃতকর্ম করবেন।

প্রকৃতকর্ম—প্রথমে সঙ্কল্প করবেন, যথা "বিষ্ণুরোঁ তৎসহ অদ্য মাঘেমাসি শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (যজমানের হইলে—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদাস) শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজাকর্মাঙ্গীভূতহোমকর্মণি ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন ইয়ৎসংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্যবিল্বপত্রৈর্হোমমহং করিষ্যে ॥" "(পরার্থে—করিষ্যামি) ॥" অনন্তর অগ্নির পশ্চিমে তিল মিশ্রিত ঘৃতপাত্র উত্তরাগ্র কুশোপরি স্থাপন করিয়া একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতিহোম করবেন, যথা—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা ॥ প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিকচ্ছন্দঃ বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা ॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥" হোমের পর হুতশেষ (হাতঝাড়া) অপর একটি পাত্রে রাখবেন। পরে সঙ্কল্পিত বিল্বপত্রের অর্চনা করবেন, যথা—"বং এতাভ্যঃ সাজ্যবিল্বপত্রেভ্যো নমঃ" তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবায় নমঃ। সম্প্রদানায় ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ" ॥ অতঃপর "ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ স্বাহা" মন্ত্রে এক

একটি বিল্বপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া হোম করবেন। তারপর পুনরায় মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া একটি ঘৃতাক্ত প্রাদেশ প্রমাণ কুশ সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া উদীচ্যকর্ম করবেন।

উদীচ্যকর্ম—প্রথমে প্রায়শ্চিত্তহোমের সঙ্কল্প করবেন, যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য মাঘেমাসি শুক্লেপক্ষে পঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মণ বা দাসঃ বা শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ) সঙ্কল্পিত হোমকর্মণি যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমমহং করিষ্যে॥ অতঃপর "বিধু" নামক অগ্নির আবাহনাদি করবেন, যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া ধ্যান করবেন, যথা—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীণাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ।" অতঃপর "ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ" মন্ত্রে আবাহন করিয়া—"এষ গন্ধঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন। পুনরায় মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম করবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্ছন্দঃ বায়ুর্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্যোদেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥" পরে পুনরায় মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া একটি ঘৃতাক্ত প্রাদেশ প্রমাণ কুশ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া নবগ্রহ হোম করবেন।

নবগ্রহ হোম—রবিগ্রহ—"ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েণ সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা" ॥ ১ ॥ *সোমগ্রহ*—"ওঁ

আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা" ॥ ২ ॥ *মঙ্গলগ্রহ*—"ওঁ অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা" ॥ ৩ ॥ *বুধগ্রহ*—"ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য আদাশুষে জাতবেদো বহাত্বমদ্যা দেবাঁ উষর্বুধঃ স্বাহা" ॥ ৪ ॥ *বৃহস্পতিগ্রহ*—ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেনা রক্ষোহামিত্রা অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জনৎ সেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা ॥ ৫ ॥ *শুক্রগ্রহ*—"ওঁ প্রভতন্তেঽন্যদ্ যজতন্তেঽন্যদ বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পূষন্নতিরাতিরস্তু স্বাহা" ॥ ৬ ॥ *শনিগ্রহ*—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা" ॥ ৭ ॥ *রাহুগ্রহ*—"ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্টয়া বৃতা স্বাহা"। ॥ ৮ ॥ *কেতুগ্রহ*—"ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশোমর্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থা স্বাহা" ॥ ৯ ॥ পরে দিকপালহোম করবেন।

দিকপালহোম—*ইন্দ্র*—"ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্। হুবে নু শক্রংপুরুহূতমিন্দ্রঁ হবির্মঘবা বেত্বিন্দ্রঃ স্বাহা" ॥ ১ ॥ *অগ্নি*—"ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং স্বাহা" ॥ ২ ॥ *যম*—"ওঁ নাকে সুপর্ণমুপ যৎ পতন্তং, হৃদা বেনন্তোঽভ্যচক্ষত ত্বা। হিরণ্যপক্ষঃ বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যং স্বাহা" ॥ ৩ ॥ *নৈর্ঋত*—"ওঁ বেথাহি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজম্। অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিদদামিব স্বাহা" ॥ ৪ ॥ *বরুণ*—"ওঁ আনো মিত্রা বরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতি মুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু স্বাহা" ॥ ৫ ॥ *বায়ু*—"ওঁ বাত আবাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ স্বাহা" ॥ ৬ ॥ কুবের—"ওঁ ক্লেয়থ ক্লেদসি পুরুত্রাচিদ্বিতে নমঃ। অলষিয়ুধ্মা খজকৃৎ পুরন্দর, প্রগায়ত্রা অগাসিষুঃ স্বাহা" ॥ ৭ ॥ *ঈশান*—ওঁ অভিত্বা শূর নোনুমো অদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তমিশানমিন্দ্র স্বাহা ॥ ৮ ॥ *ব্রহ্মা*—"ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বি সমিতঃ সুরুচোঃ বেন আবঃ। সবুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চঃ যোনিমসশ্চবিবঃ স্বাহা। ॥ ৯ ॥ *অনন্ত*—ওঁ চর্ষণীধৃতং মঘবান মুকথ্যমিন্দ্রং গিরো বৃহতীরভ্যনূষত। বাবৃধান পুরুহূতং সুবৃক্তিমর্ত্যং জরমাণং দিবে দিবে স্বাহা" ॥ ১০ ॥ অতঃপর প্রত্যক্ষদেবতার হোম করবেন।

প্রত্যক্ষদেবতার হোম—ওঁ গণেশায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ওঁ চতুর্বেদেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ অষ্টাদশপুরাণেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্বশাস্ত্রেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ লেখনীমস্যাধারাদিভ্যঃ স্বাহা ওঁ নারায়ণায় স্বাহা, ওঁ শিবায় স্বাহা, ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ স্বাহা, ওঁ যাং যমুনায়ৈ স্বাহা, ওঁ শীতলায়ৈ স্বাহা, ওঁ মনসায়ৈ স্বাহা, ওঁ গ্রাম্যদেবদেবীভ্যঃ স্বাহা।

ইহার পর পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া একটি ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন। তারপর দক্ষিণজানু ভূপাতিত করিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ দ্বারা অগ্নি পর্যুক্ষণ করবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপচ্ছন্দঃ সবিতাদেবতা অগ্নিপর্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তস্থিত জল দ্বারা অগ্নিবেষ্টন করিয়া পুনরায় জলাঞ্জলি লইয়া স্থণ্ডিলের দক্ষিণদিকে পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিক পর্যন্ত মন্ত্রদ্বারা জলধারা দিতে হইবে। যথা—ওঁ প্রজাপতির্ঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে অন্বমংস্থাঃ॥ পুনরায় জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্রপাঠ দ্বারা অগ্নির পূর্বদিক হইতে দক্ষিণদিক দিয়া উত্তরদিক পর্যন্ত জলধারা দিবেন। প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অন্বমংস্থাঃ॥ পুনরায় মন্ত্রপাঠ সহকারে জলাঞ্জলি লইয়া অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিমকোণ হইতে পূর্বপর্যন্ত জলধারা দিতে হইবে। যথা—প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতীদেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্য অন্বমংস্থাঃ। অতঃপর উত্তান হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ কয়েকটি কুশ লইয়া পুনঃ পুনঃ মন্ত্রপাঠসহকারে তিনবার কুশের অগ্র, মধ্য এবং মূলদেশ ঘৃতাক্ত করিবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্বায়োদেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্তং রিহানা ব্যন্তু বয়ঃ"॥ পরে ঐ কুশগুলিতে জলের ছিটা দিয়া মন্ত্র পাঠ দ্বারা আহুতি দিয়া দর্ভজুটিকা হোম করবেন। যথা—প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো রুদ্রদেবতা দর্ভজুটিকা হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশূনামধিপতিরুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা। পশূনস্মাকং মা হিংসীরেতদস্তু হুতং তব স্বাহা॥ অতঃপর 'মৃড়' নামক অগ্নির আবাহন করিয়া পূর্ণাহুতি দেবেন। যথা—ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি। মন্ত্রে নামকরণ করিয়া—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষ" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান পূর্বক আবাহন করবেন। যথা—ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ। মন্ত্রে আবাহন করিয়া

পঞ্চোপচারে পূজা করবেন। যথা—এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ। এইক্রমে—পুষ্প, ধূপ, দীপ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যং ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ॥" এবার ফল-পুষ্প-তাম্বুল ও বস্ত্রখণ্ড সহ (যাহার নামে সঙ্কল্প হইয়াছে তাহাকে লইয়া) দণ্ডায়মান অবস্থায় শঙ্খঘন্টাদি বাদ্যসহকারে মন্ত্রপাঠপূর্বক আহুতি দেবেন। মন্ত্র যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রদেবতা যশস্কামস্য যজনীয় প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি, যোঽস্মৈ দদাতি, বরং বৃণে যশসা ভামি লোকে স্বাহা॥" এবার পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করবেন। বামহস্তে পূর্ণপাত্র ধরিয়া "বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ।" তিনবার বলবেন ও তিনবার কুশ-ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিয়া—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে পুষ্পাদির দ্বারা অর্চনা করিয়া এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" অতঃপর বামহস্তে ভোজ্য স্পর্শ করিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠ করবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘেমাসি শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ বা দাসঃ) সঙ্কল্পিত কৃতৈতদ্ধোম কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং ব্রহ্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদে। (পরার্থে—সম্প্রদদানি)।" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া, অগ্নিকে প্রণাম করবেন। যথা—"ওঁ চতুর্বদন সদ্মস্থচতুর্বেদ কুটুম্বিনে। দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥ ওঁ ত্বমগ্নে সর্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক। হব্যং বহসি দেবানামতঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে॥ ওঁ পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন। সাক্ষী ত্বং পুণ্য পাপানাং ধনঞ্জয় নমোঽস্তুতে॥ অতঃপর কুশবারি দ্বারা "ওঁ ব্রহ্মণ্ ক্ষমস্ব" মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন করবেন। পরে "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" মন্ত্রে জল দ্বারা অগ্নির বিসর্জন করতঃ "ওঁ পৃথি ত্বং শীতলা ভব" মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধ বা দধি দেবেন। অতঃপর হুতশেষ মিশ্রিত ভস্ম লইয়া অগ্রে নারায়ণ শিলায় ও ঘটে স্পর্শ করাইয়া নিজের ও যজমানের তিলক দেবেন। *ললাটে*—ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্। *কণ্ঠে*—ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষম্, *বাহুমূলে*—ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং, *হৃদয়ে*—ওঁ তন্মেঽস্তু ত্র্যায়ুষং। অনন্তর সরস্বতী পূজার দক্ষিণা, বৈগুণ্য সমাধান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করবেন।

দক্ষিণান্ত—যথাবিধি দক্ষিণার অর্চনা করিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠ করবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজাকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে। (পরার্থে—দদানি)।"

অচ্ছিদ্রাবধারণ—দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডুষ জল লইয়া—"কৃতৈতদ্ সরস্বতীপূজা কর্মাচ্ছিদ্রমস্তু।" "ওঁ অস্তু" (প্রতিবচন)।

বৈগুণ্য সমাধান—"ওঁ কৃতেঽস্মিন্ সরস্বতী পূজা তদ্ধোমকর্মণি যদ্‌যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ। অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতি॥" মন্ত্র পাঠান্তে প্রণাম করবেন। অতঃপর স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রে শান্তি দেবেন।

যজুর্বেদীয় হোমবিধি

প্রথমে বালুকাদ্বারা হস্ত প্রমাণ সম চতুষ্কোণ স্থণ্ডিল নির্মাণ করিয়া গোময়াদি দ্বারা শুদ্ধ করতঃ কুশবারি দ্বারা তিনবার মার্জনা করবেন। পরে স্থণ্ডিলের উপর পূর্বাগ্রে তিনটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা তিনবার উৎকর (বালুকা) তুলিয়া ত্যাগ করবেন। পরে কাংস্যপাত্র অভাবে নূতন মৃৎপাত্রে অগ্নি গ্রহণ করিয়া উক্ত অগ্নি হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া "ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ" মন্ত্রে দক্ষিণদিকে ত্যাগ করবেন। অতঃপর স্থণ্ডিলের উপর মন্ত্রপাঠ সহকারে আত্মাভিমুখে অগ্নি স্থাপন করবেন, যথা—"ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্"। অনন্তর করযোড়ে পাঠ্য—"ওঁ সর্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নি প্রণীতঃ সর্বকর্মসু"॥ অনন্তর অগ্নির দক্ষিণে কতকগুলি কুশ পূর্বাগ্র করিয়া স্থাপন করতঃ ব্রহ্মা বরণ করবেন। যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘেমাসি শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ বা দাসঃ সঙ্কল্পিত শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজাঙ্গভূত হোমকর্মণি ব্রহ্মকর্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্মাণং ব্রহ্মত্বেণ ভবন্তমহং বৃণে"॥ *ব্রহ্মা* বলবেন—"ওঁ বৃতোঽস্মি"। *কর্তা* বলবেন—"যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম কুরু"॥ *ব্রহ্মা* বলবেন—"যথাজ্ঞানং করবানি"। যদি উপরোক্তরূপে বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হয়েন, তবে নারায়ণ শিলাকেই ব্রহ্মারূপে কল্পনা করিয়া হোতা "ওঁ অহে দৌধিষব্যোদতস্তিষ্ঠান্যস্য

সদনে সীদ, যোঽস্মাৎপাকতরঃ॥" মন্ত্রে নারায়ণ শিলাকে পূর্বস্থাপিত আসনে স্থাপিত করবেন। অনন্তর উক্ত আসন হইতে একগাছি কুশ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা গ্রহণ করিয়া "ওঁ নিরস্তঃ পাপ্সাসহ তেন বয়ং দ্বিষ্ম" মন্ত্রে দক্ষিণ পশ্চিমকোণে নিক্ষেপ করিয়া মন্ত্র পাঠ করবেন, যথা—"ওঁ ইদমহং বৃহস্পতে সদনে সীদামি, প্রসূতো দেবেন সবিত্রা, তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি, তদ্বায়বে, তৎ পৃথিব্যৈ"॥ পরে অগ্নির উত্তরভাগে প্রণীতাপাত্র স্থাপন করিয়া অচ্ছিন্ন কুশদ্বারা অগ্নির ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে কুশ আস্তৃত করিয়া উত্তরে দক্ষিণদিক হইতে যথাক্রমে আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল আসাদন করবেন। যথা—পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র, তিনগাছি সম্মার্জন কুশ, তিনগাছি উপযমন কুশ, প্রাদেশ প্রমাণ তিনটি সমিধ, স্রুব, ঘৃত, আতপতণ্ডুল ও পূর্ণপাত্র। এই সকল দ্রব্য আসাদন পূর্বক পবিত্রচ্ছেদনার্থ পূর্বস্থাপিত প্রাদেশ প্রমাণ দুটি কুশ "ওঁ পবিত্রেস্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্রে নখ ব্যতীত ছেদন করিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ" মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলে অভ্যুক্ষণ করিয়া উক্ত পাত্রে স্থাপন করিয়া প্রণীতাপাত্রের কিঞ্চিৎ জল দিয়া বামহস্তের উপর প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপনপূর্বক কিঞ্চিৎ জলদ্বারা প্রোক্ষণীপাত্র ও অন্যান্য পাত্র অভ্যুক্ষণ করিয়া প্রণীতাপাত্রের নিকট প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করবেন। অনন্তর সম্মুখে আজ্যস্থালী স্থাপন পূর্বক তাহাতে পূর্বাসাদিত ঘৃত স্থাপিত করবেন। পরে স্থণ্ডিল হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে তিনবার ঘৃতপাত্র বেষ্টন করিয়া পুনরায় স্থণ্ডিলে নিক্ষেপ করবেন। পরে স্রুব গ্রহণ করিয়া উহা অগ্নিতে অধোমুখে প্রতপ্ত করিয়া সম্মার্জন কুশ দ্বারা স্রুবের মূল হইতে অগ্র, অগ্র হইতে মূল পর্যন্ত তিনবার সম্মার্জন করিয়া ঐ কুশ পরিত্যাগ পূর্বক প্রণীতাপাত্রস্থ জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া ও পূর্ববৎ প্রতপ্ত করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রের উত্তরে স্থাপন করবেন। পরে প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র গ্রহণ করিয়া ও পাত্রস্থ কিঞ্চিৎ ঘৃত উঠাইয়া মন্ত্র পাঠ করবেন, যথা—"ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপুণাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা"। এবার পূর্বসংগৃহীত প্রাদেশপ্রমাণ কুশ গ্রহণ করতঃ প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্র হইতে সপবিত্র জল লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নি পর্যবেক্ষণ করবেন, যথা—"ওঁ এষো হ দেব প্রদিশোঽনু সর্বাঃ পূর্বে হ জাতঃ স উ গর্ভেঽন্তঃ স এষ জাতঃ স জনিষ্যমান প্রত্যঙ্‌জনাস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ।" পরে ঘৃতদ্বারা হোম করবেন। যথা—"ওঁ প্রজাপতয়ে

স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে॥ ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়॥ ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ওঁ সোমায় স্বাহা। ইদং সোমায়॥" প্রত্যেক আহুতির শেষে স্রুবলগ্ন ঘৃত অগ্নির উত্তরে রক্ষিত পাত্রে রক্ষা করবেন। অতঃপর প্রকৃত কর্ম করবেন।

প্রকৃতকর্ম—প্রথমে সঙ্কল্প করবেন, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘেমাসি শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীশ্রীসরস্বতী প্রীতিকামঃ (অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণ বা দাসঃ) সঙ্কল্পিত শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজাঙ্গভূত হোমকর্মণি 'ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ স্বাহেতি' মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন ইয়ৎ সংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ করবেন) সাজ্যবিল্বপত্রৈহোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)"। এবার অগ্নির পশ্চিমে তিলমিশ্রিত ঘৃতপাত্র উত্তরাগ্র কুশোপরি রাখিয়া একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতিহোম করবেন, যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্ছন্দঃ বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ সূর্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥" প্রত্যেকটি মন্ত্রে তিনবার আহুতি দিয়া "প্রজাপতির্ঋষিবৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥" মন্ত্রে একবার আহুতি দেবেন। পরে "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্ভবনামাসি" মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া ধ্যান করবেন। যথা—"ওঁ পিঙ্গভ্রুশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চি শক্তিধারকঃ।" ধ্যানান্তে "ওঁ সমুদ্ভবনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ" মন্ত্রে আবাহন করিয়া "এষ গন্ধঃ ওঁ সমুদ্ভবনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ সমুদ্ভবনামাগ্নয়ে নমঃ মন্ত্রে" পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া সমিধের অর্চনা করবেন, যথা—"বং এতাভ্যঃ সাজ্যবিল্বপত্রেভ্যো নমঃ।" তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতাভ্যঃ সাজ্যবিল্বপত্রেভ্যো নমঃ, এতদধিপতয়ে দেবায় ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবায় নমঃ, সম্প্রদানায় ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। "অতঃপর "ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ স্বাহা।"

মন্ত্রে এক একটি বিল্বপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া হোম করবেন। হোম শেষে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশসমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দেবেন। হুতশেষ (হাতঝাড়া) অপর একটি পাত্রে রাখবেন। পরে উদীচ্যকর্ম করবেন।

উদীচ্যকর্ম—প্রথমে মহাব্যাহৃতিহোম করবেন। যথা—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদং ভূঃ॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং ভুবঃ॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং স্বঃ॥ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা, ইদং ভূর্ভুবঃ স্বঃ। অতঃপর প্রায়শ্চিত্ত হোমের সঙ্কল্প করবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘেমাসি শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কৃতেঽস্মিন্ হোমকর্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় তন্নো অগ্নে ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈ প্রায়শ্চিত্ত হোমমহং করিষ্যে।" অতঃপর "ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির বিধুনামকরণ করিয়া ধ্যান করবেন। যথা—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ। ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ ও আবাহন পূর্বক পূজা করবেন। এষ গন্ধঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ॥" অনন্তর পাঁচটি মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত হোম করবেন, যথা—"বামদেব্যর্ঋষিরনুষ্টুপছন্দোঽগ্নিবরুণৌদেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ তন্নোঽগ্নে বরুণস্য বিদ্বান, দেবস্য হেড়ো অব যাসিষিষ্ঠাঃ যজিষ্ঠো বহ্নিতমং শোশুচানো বিশ্বান্দেবান, প্রমুমুগ্ধস্মৎ স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম॥ ১॥ বামদেব্যর্ঋষিস্ত্রিষ্টুপছন্দোঽগ্নিবরুণৌদেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে হবমো ভবোতী, নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্ঠৌ অব যক্ষণো বরুণগুঁ বরানো ব্রীহি মৃড়ীকগুঁ সুহবো নো এধি স্বাহা॥ ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্॥ ২॥ ওঁ প্রজাপতিঋষির্বৃহতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়শ্চাগেঽশ্যনভিশস্তিপাশ্চ, সত্যমিত্ব ময়া অসি। অয়া নো যজ্ঞং বহাস্যয়া নো ধেহি ভেষজগুঁ শতক্রতো স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ৩॥ ওঁ শুনঃশেফর্ঋষিস্ত্রিষ্টুপছন্দো বরুণাদয়োদেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়া পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ

স্বাহা। ইদং বরুণায়, সবিত্রে, বিষ্ণবে, বিশ্বেভ্যোদেবেভ্যো, মরুদ্ভ্যঃ, স্বর্কেভ্যঃ ॥ ৪ ॥ শুনঃশেফঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বরুণোদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমগুঁ শ্রথায়। অথা বয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসোঽদিতয়ে স্যাম স্বাহা। ইদং বরুণায় ॥ ৫ ॥ অনন্তর নবগ্রহহোম করবেন।

নবগ্রহহোম—*রবিগ্রহ*—"ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা। ইদং রবিগ্রহায়" ॥ ১ ॥ *সোমগ্রহ*—"ওঁ ইমং দেবা অসপত্নগুঁ সুবধ্বং, মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যৈষ্ঠ্যায় মহতে জ্ঞানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইমমমুষ্যপুত্রমমুষ্যৈ পুত্রমুষ্যৈ বিশ, এষ বোঽমী রাজা সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাগুঁ রাজা স্বাহা। ইদং সোমগ্রহায়" ॥ ২ ॥ *মঙ্গলগ্রহ*—"ওঁ অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতি পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাগুঁসি জিন্বতি স্বাহা। ইদং মঙ্গলগ্রহায়" ॥ ৩ ॥ *বুধগ্রহ*—"ওঁ উদবুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্তে সগুঁসৃজেথাময়ঞ্চ। অস্মিনৎ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্, বিশ্বেদেবা যজমানস্য সীদত স্বাহা। ইদং বুধগ্রহায়" ॥ ৪ ॥ *বৃহস্পতি*—"ওঁ বৃহস্পতে অতি যদর্য্যো অর্হাদ দ্যুমদ্বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছবস ঋতপ্রজাত তদস্মায় দ্রবিণং ধেহি চিত্রগুঁ স্বাহা ইদং বৃহস্পতিগ্রহায়" ॥ ৫ ॥ *শুক্রগ্রহ*—"ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ, ক্ষত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ম, বিপাণগুঁ শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু স্বাহা। ইদং শুক্রগ্রহায়" ॥ ৬ ॥ *শনিগ্রহ*—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে, আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা। ইদং শনিগ্রহায়" ॥ ৭ ॥ *রাহুগ্রহ*—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পরুষ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু, সহস্রেণ শতেন চ স্বাহা। ইদং রাহুগ্রহায়" ॥ ৮ ॥ *কেতুগ্রহ*—"ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে, পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুসদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা। ইদং কেতুগ্রহায়" ॥ ৯ ॥ পরে দিকপালহোম করবেন।

দিকপালহোম—*ইন্দ্র*—ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রবিতারমিন্দ্রগুঁ হবে হবে সুহবগুঁ শূরমিন্দ্রম্। হ্বয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রগুঁ, স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়॥ *অগ্নি*—ওঁ বৈশ্বানরো ন উতয়, আ প্রয়াতু পরাবতঃ। অগ্নি রুকথেন বাহসা স্বাহা ॥ ইদমগ্নয়ে। *যম*—ওঁ অসি যমো অস্যাদিত্যো অর্ব্বন্নসি, ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি স্বাহা। ইদং যমায়॥ *নৈর্ঋত*—ওঁ যন্তে দেবী নির্ঋতিরাববন্ধ, পাশং গ্রীবাস্ববিচ্যতাম্। তন্তে বিষ্যাম্যায়ুষা ন মধ্যাদথৈতং পিতুমদ্ধি প্রসূতঃ স্বাহা ইদং নৈর্ঋতয়ে॥ *বরুণ*—ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ স্বাহা। ইদং বরুণায়॥ *বায়ু*—ওঁ বাত আ বাতু

ভেষজং শম্ভু ময়ভু নো হৃদে। প্র ণ আয়ুগুঁসি তারিষৎ স্বাহা। ইদং বায়বে॥ *কুবের*—ওঁ কুবিরঙ্গ যবমন্তো যবঞ্চিদ্ যবমাদধু যথা দান্ত্যনুপূর্বং রিয়ুয়। ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি, যে বর্হিষো মম উক্তিং যজন্তি স্বাহা। ইদং কুবেরায়॥ *ঈশান*—ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিশঞ্জীম্বসে হুমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসামসদ্ বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে স্বাহা। ইদমীশানায়॥ *ব্রহ্মা*—ওঁ আ ব্রহ্মণ ব্রাহ্মণেন ব্রহ্মবর্চসী জায়তা মা রাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইশব্যোঽতিব্যাধি মহারথো জায়তাং, দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢ়াঽনড্বাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যেষাং জিষ্ণু রথেষ্ঠাং সভেয়ো যুবাঽস্য বীরোজায়তাঃ নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু, ফলবতো, ন ওষধয় পচ্যন্তাং, যোগক্ষেমো কল্পতাগুঁ স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে॥ *অনন্ত*—ওঁ নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবী মনু। যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যো সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা। ইদমনন্তায়॥ অতঃপর প্রত্যক্ষ দেবতার হোম করবেন।

প্রত্যক্ষ দেবতার হোম—ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় স্বাহা। ওঁ চতুর্বেদেভ্যো স্বাহা। ওঁ লেখনী সম্যাধারেভ্যো স্বাহা। ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা। ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ যাং যমুনায়ৈ স্বাহা। ওঁ হ্রীং শ্রীং শীতলায়ৈ স্বাহা। ওঁ হ্রীং মনসায়ৈ স্বাহা। ওঁ ইষ্টদেবদেবীভ্যো স্বাহা। অতঃপর একটি ঘৃতাক্ত সমিধ অগ্নিতে নিক্ষেপ করতঃ মৃড়নামক অগ্নির আবাহন করিয়া পূর্ণাহুতি দেবেন, যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি" মন্ত্রে অগ্নির মৃড় নামকরণ করিয়া ধ্যান করবেন। যথা—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু-কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নি সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ॥ ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ" মন্ত্রে আবাহন করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করবেন, যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, ইদং হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ॥" অনন্তর ফলপুষ্পযুক্ত প্রচুর ঘৃত গ্রহণ করিয়া যজমানসহিত দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্খঘন্টাদি বাদ্যসহকারে পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দেবেন, যথা—"ওঁ মুর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আজাতমগ্নিম। কবিগুঁ সম্রাজমতিথিং জনামাসন্না পালং জনয়ন্ত দেবা স্বাহা॥" অনন্তর ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যোৎসর্গ করবেন, যথা—বামহস্তে ভোজ্য ধারণ করিয়া—"বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ" মন্ত্রে তিনবার কুশবারি দ্বারা শোধন করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ" মন্ত্রে পুষ্পাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া "এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে নারায়ণে পুষ্প দিয়া

বামহস্তে ভোজ্য স্পর্শ করিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠ করবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘেমাসি শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ বা দাসঃ) কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজাঙ্গভূতদ্ধোম কর্মসাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে।" মন্ত্রে দক্ষিণান্ত করিয়া "ওঁ চতুর্বদনসম্নস্থ চতুর্বেদকুটুম্বিনে। দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ওঁ ত্বমগ্নে সর্বভূতানামান্তশ্চরসি পাবক। হব্যং বহসি দেবানামতঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে ॥ ওঁ পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন। সাক্ষী ত্বং পুণ্যপাপানাং ধনঞ্জয় নমোঽস্তুতে ॥" মন্ত্রে অগ্নিকে প্রণাম করবেন। অনন্তর কুশবারি দ্বারা "ওঁ ব্রহ্মণ ক্ষমস্ব" মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন করবেন। অনন্তর "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" মন্ত্রে দুধ দ্বারা অগ্নির বিসর্জন করতঃ "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধাদি দেবেন। তৎপরে স্থণ্ডিলের ঈশানকোণ হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে যথাযথ স্থানে তিলক ধারণ করবেন, যথা—*ললাটে*—"ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্।" *কণ্ঠে*—"ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষম্"। *বাহুমূলে*—"ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষুম্। *হৃদয়ে*— "ওঁ তন্মেঽস্তু ত্র্যায়ুষম্" ॥ অতঃপর দক্ষিণান্ত করবেন।

দক্ষিণান্ত—একটি পাত্রে দক্ষিণাদ্রব্য রাখিয়া—"বং এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রজতখণ্ডায় বা) নমঃ" মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রজতখণ্ডায় বা) নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ।" অতঃপর উৎসর্গ বাক্য পাঠ করবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘেমাসি শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ, দাসঃ বা) সঙ্কল্পিত কৃতৈতদ্ শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজাঙ্গভূত হোমকর্ম প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং অনুকল্পং রৌপ্যখণ্ডং (হরীতকী ফলং বা) যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াঽহং সম্প্রদদে। (পরার্থে—দদানি)। অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ করবেন।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—"ওঁ কৃতৈতদ্ শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজাঙ্গীভূত হোমকর্মাচ্ছিদ্রমস্তু ॥" "ওঁ অস্তু।" (প্রতিবচন)।

বৈগুণ্যসমাধান—"বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য মাঘেমাসি শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কৃতেঽস্মিন্ শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজাঙ্গভূত হোমকর্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোর্নামস্মরণমহং করিষ্যে।" অতঃপর "ওঁ বিষ্ণুঃ" মন্ত্র দশবার জপ করিয়া ভগবৎ প্রণাম করবেন। যথা—"ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥"

বিসর্জন কৃত্য—নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে পূজক সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, দ্বারপূজা, বিঘ্নাপসারণ, মাষভক্তবলি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি করিয়া গণেশাদির যথাশক্তি পূজা করিয়া দেবীর দশোপচারে বা সাধ্যমত উপচারে পূজা করিয়া দধিকরম্ব নিবেদন পূর্বক আরত্রিকাদি করিয়া ঈশাণকোণে নিম্নমুখ ত্রিকোণ অঙ্কন করিয়া সংহার মুদ্রা যোগে ঘটস্থিত পুষ্প লইয়া আঘ্রাণ পূর্বক দেবীকে নিজহৃদয়ে স্থাপন পূর্বক পুষ্পটি উক্ত ত্রিকোণে স্থাপন করিয়া এক গণ্ডুষ জল লইয়া—"ওঁ সরস্বতী ক্ষমস্ব" মন্ত্রে ঘটে দিয়া ঘট কিঞ্চিৎ চালনা করবেন। অতঃপর নির্মাল্য দ্বারা "ওঁ নির্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ" মন্ত্রে নির্মাল্যবাসিনীর পূজা করিয়া, কিঞ্চিৎ নৈবেদ্য অপর একটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহাতে রাখিয়া—"ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ" মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প দিয়া করযোড়ে পাঠ করবেন। যথা—"ওঁ উত্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্বতবাসিনী। ব্রহ্মযোনি সমুৎপন্নে গচ্ছদেবি মমান্তরম্ ॥ ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি। সংবৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ ॥" মন্ত্র পাঠান্তে প্রতিমা কিঞ্চিৎ চালনা করিয়া সূতা কাটিয়া দেবেন।

সামবেদীয় শান্তিমন্ত্র—মহাবামদেব্যঋষির্বিরাড়্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রোদেবতা শান্তি কর্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। ওঁ কস্ত্বা সত্যে মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু ॥ ওঁ অভী যুণঃ সখীনা মবিতা জরিতৃণাম্ শতং ভবা স্যূতয়ে ॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি। ওঁ শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু বিনশ্যত্যশুভঞ্চ যৎ। যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা ॥ ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ, অন্তরীক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ আপঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ, বিশ্বদেবাঃ শান্তিঃ, ব্রহ্মং শান্তিঃ, সর্বং শান্তিঃ, শান্তিরেব শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ॥

যজুর্বেদীয় শান্তিমন্ত্র—ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে, মনো যজুঃ প্রপদ্যে, সাম প্রাণং প্রপদ্যে, চক্ষু শ্রোত্রং প্রপদ্যে, সহৌজ বাগৌজ ময়ি প্রাণাপাণৌ। ও যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষোর্হৃদয়স্য মনসা বাতিতৃণ্ণং বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু। শন্নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ। ওঁ স্বস্তি নঃ ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদা। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি। ওঁ শান্তিরেব শান্তিঃ, ওঁ রোগাদিভিঃ শান্তিঃ, সর্বাপচ্ছান্তি। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

—ইতি শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা সমাপ্ত—